ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 November, 2019 ■ আগরতলা, ৫ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১৮ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রিয়াং শরণার্থীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ঘোষণা

তিনদিনের মধ্যে মিজোরামে ফিরে গেলে অতিরিক্ত সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। মিজোরামে ফিরে যেতেই হবে। তবে, তাৎক্ষণিক খরচের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা করে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। রিয়াং শরণার্থীদের অবরোধ আন্দোলনের জেরে থমকে গেছে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া। তাই আজ (সোমবার) ব্রু নেতাদের সাথে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক বৈঠকে নতুন ওই প্যাকেজের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সাথে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, মিজোরামে গেলে তবেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা মিলবে। অবশ্য তিনদিনের মধ্যে মিজোরামে ফিরে গেলে তবেই নতুন প্যাকেজটির সুবিধা পাবেন শরণার্থীরা। আজ ত্রিপুরা সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলোক উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন ও কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রশাসন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারকে সাথে নিয়ে ব্রু নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকেই ব্রু নেতাদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।

এদিন কাঞ্চনপুর ডাকবাংলোয় অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে কুমার অলোক বলেন, ব্রু নেতারা নতুন দাবি তুলেছেন। কিন্তু ওই দাবি কোনওভাবেই এখন মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা সরকার, মিজোরাম সরকার এবং ব্রু নেতাদের সাথে আলোচনার পর সহমতের ভিত্তিতেই রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে চুক্তি হয়েছে। কিন্তু এখন নতুন নতুন সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, কয়েকজন নেতা রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে ঝামেলা শুরু করেছেন। তাদের কায়েমি স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যেই ওই অবরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, ব্রু নেতাদের সন্তানরা ত্রিপুরার বাইরে নামি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছেন। তারা প্রত্যেকে বিলাসবহুল জীবন-যাপন করছেন। কিন্তু, শরণার্থীদের উন্নতি হোক সে-দিকে কোনও নজর দিচ্ছে না, বলেন তিনি।

ত্রিপুরার অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের কথায়, চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তাদের অবশ্যই প্রদান করা হবে। তাঁর দাবি, প্রত্যেক রিয়াং পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট, ১.৫ লক্ষ টাকা ঘর বানানোর জন্য এবং প্রতি মাসে রেশনসামগ্রীর জন্য ৫০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। মিজোরাম সরকার প্রত্যেক রিয়াং পরিবারকে বিনামূল্যে জমি দেবে। এছাড়া, তাদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হবে, বলেন তিনি। এদিন তিনি বলেন, তাৎক্ষণিক খরচের জন্য প্রত্যেক রিয়াং পরিবারকে নগদ ২৬ হাজার টাকা দিয়ে সহায়তা করার জন্য নতুন প্যাকেজটির বিষয়ে আজ ব্রু নেতারা জানতে পেরেছেন। তাদের সাফ বলা হয়েছে, রিয়াং শরণার্থীরা মিজোরামে ফিরে গেলে তবেই ওই নগদ টাকার সুযোগ পাবেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিবাহ নিবন্ধীকরণে মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

রাজ্যের প্রায় ৪৩ শতাংশ মহিলা স্বামী নিকট আত্মীয়দের দ্বারা নির্যাতিতা হন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। রাজ্যে গার্হস্থ্য সংক্রান্ত অপরাধ আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পুলিশ প্রশাসন, মহিলা কমিশন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে (এনজিও) একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, রাজ্যের প্রায় ৪৩ শতাংশ মহিলা তাঁদের স্বামী বা নিকট আত্মীয়দের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে নতুন যাঁদের বিয়ে হবে সেই সব নবদম্পতির বিবাহ নিবন্ধীকরণ করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আজ প্রজ্ঞাভবনে 'মহিলা সংক্রান্ত অপরাধে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি' শীর্ষক তিনদিনের কর্মশালার উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।

প্রসঙ্গত, পুলিশ দফতরের উদ্যোগে এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মশালায় ৫০ জন পুলিশ আধিকারিককে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধে তদন্তের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এঁদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি রয়েছেন মহিলা পুলিশ আধিকারিক।

উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী দেব বলেন, ত্রিপুরায় মহিলাদের সুরক্ষিত রাখা রাজ্য সরকারের প্রধান দায়িত্ব। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্যে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ অনেক কমেছে। এটা রাজ্যের জন্য একটা শুভ লক্ষণ। কিন্তু আমরা চাই রাজ্যে কোনও ধরনের মহিলা নির্যাতনের ঘটনা যাতে না ঘটে। এক্ষেত্রে নববিবাহিত দম্পতিদের বিবাহ নিবন্ধীকরণের পাশাপাশি ১৪-২০ বছর বয়সি ছেলে-মেয়েদের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে সমাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। আর সমাজ ব্যবস্থা তখনই শক্তিশালী হবে যখন মহিলাদের শক্তিশালী ও সচেতন করা যাবে। তাঁর মতে, মহিলারা সুরক্ষিত থাকলে তা সমাজের পক্ষে মঙ্গল। কারণ, বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর নির্যাতিতা মহিলাদের সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধর্ষণের শিকার মহিলাদের ক্ষতিপূরণ ৫০ হাজার টাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয় বছরের নাবালিকার শ্লীলতাহানি, ধৃত পুরোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ নভেম্বর ।। ৯ বছরের এক শিশুকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক পুরোহিত। তার নাম মহেশ্বর শর্মা। বয়স ৪৮। ঘটনাটি ঘটে গত ২৯ অক্টোবর বিশালগড় থানাধীন গোপিনগর এলাকায়। এই নিয়ে এলাকায় সালিশি সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি শিশুর পরিবার।

তাই রবিবার অভিযুক্ত পুরোহিত মহেশ্বর শর্মার বিরুদ্ধে বিশালগড় মহিলা থানায় মামলা দায়ের করে। মামলার নম্বর ২৯/১৯ ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৫৪ (এ) এবং পক্সো অ্যাক্টের ৮ ধারায় অভিযুক্ত পুরোহিতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। শিশুর মা জানান, তাদের বাড়ির পাশের নাটমন্দিরে পুজাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তার ৯ বছরের শিশুকে। আর শিশুর মা যখন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ ডোনার মন্ত্রকের সচিবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে ভারত সরকারের ডোনার মন্ত্রকের সচিব ড. ইন্দরজিৎ সিং এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

সাক্ষাৎকারের সময় ডোনার মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সৌরভ অ্যান্ডলে, রাজ্যের মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন দপ্তরের বিশেষ সচিব অপূর্ব রায় উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকারকালে তাদের মধ্যে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজে গতি আনতে ডোনার মন্ত্রকের সচিবকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন যাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রকে যৌন নির্যাতন, কাঠিয়াবাবা মিশন ট্রাস্টের কর্ণধার গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ৪ নভেম্বর ।। শিক্ষা ব্যবস্থার আড়ালে অশালীন কর্মকাণ্ড চলছে দীর্ঘবছর যাবৎ লিখিত অভিযোগ জমা পড়লে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। এক ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ গ্রেপ্তার করল অভিযুক্তকে। ঘটনা সিমনা কাতলামারাস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাঠিয়াবাবা মিশন স্কুলে। সেই হোস্টেলের এক ১৩ বছর বয়সী পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া ছাত্রকে স্কুলের হোস্টেল থেকে কালীপুজার দিন রাত্রিতে এই স্কুলের পরিচালক মান্না রায় তার স্কুল সংলগ্ন গেস্ট হাউসে ডেকে নিয়ে রুমে বন্দি করে যৌন নির্যাতন চালায় এমনটাই অভিযোগ করল ১৩ বছর বয়সী সেই ছাত্র।

প্রায় দশদিন পর নির্যাতনের শিকার হওয়া ছাত্রটি তার মা-বাবাকে বিষয়টি খুলে বললে নির্যাতনের বিষয়টি জনসম্মুখে আসে। ছাত্র সহ তার মা-বাবা অভিযোগ নিয়ে সিধাই থানার দ্বারস্থ হলে পুলিশ সাথে সাথে অভিযুক্ত মান্নাকে গ্রেপ্তার করেন। পুলিশ তাকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। অভিভাবক মহল থেকে দাবি উঠছে মোহনপুর মহকুমা বেশকিছু স্থানে কাঠিয়াবাবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

সরকার যেন অবিলম্বে সেগুলিতে তালা ঝুলিয়ে সঠিক তদন্তে নামেন। উল্লেখ্য একসময়ে লাল ঝান্ডার ছত্রছায়ায় থেকে এই মান্না রায় লোকায় নিজের বেশকিছু সম্পদ গড়ে তোলে। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় কাঠিয়াবাবাজির নামকে কলঙ্কিত করে বেসরকারি স্কুলও গড়ে তোলে। মনের অভিলাস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করবে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। দেশব্যাপী মোদি সরকারের বিরুদ্ধে জিগির তুলে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ নিয়েছে। আর এই লক্ষ্যে রাজ্যে আসছে এআইসিসির এক প্রতিনিধি দল। আগামীকাল এআইসিসির সম্পাদক ভূপেন কুমার বোড়ার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি রাজে আসছে। আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত কংগ্রেস সাংসদ বিধায়করা পর্য্যায়ক্রমে রাজ্যে আসবে। সোমবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন সাংসদ রোনাল্ড টি ওলই।

কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, মোদি জমানায় দেশের অর্থনীতি পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছে। বিদেশী পূঁজিপতিদের ভারতে লগ্নি করা এবং অবাদে ব্যবসা করার ঢালাও সুযোগ করে দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে টিভি ম্যাকানিক্সের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৪ নভেম্বর।। কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত দ্বারিকাপুর এলাকার বাসিন্দা জ্যোতিন্ময় গোস্বামী। বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। এলাকায় সে একজন টেলিভিশন মেকানিক্স হিসাবে পরিচিত। তবে দিনের বেশিরভাগ সময় সে মদমত্ত অবস্থায় থাকতো। প্রায়ই কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেড় হয়ে রাতে ফিরত না।

প্রতিদিনের ন্যায় রবিবার সকালে কাজের উদ্দেশ্যে সে বাড়ি থেকে বেড় হয়। রাতে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। এরই মধ্যে সোমবার সকালে কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত মুণ্ডাবাস্তি সংলগ্ন নদীর পাশে একটি মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। কল্যাণপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এরই মধ্যে জ্যোতিন্ময় গোস্বামীর বড় ভাই চিন্ময় গোস্বামী সহ পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

চিন্ময় গোস্বামী মৃতদেহ শনাক্ত করেন। তিনি জানান মৃতদেহটি ওনার ছোট ভাইয়ের। তিনি আরও জানান জ্যোতিন্ময় গোস্বামী প্রায়ই মদমত্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক ঝামেলার জেরে গোমতীতে ঝাপ, নিখোঁজ গৃহস্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ নভেম্বর।। রবিবার রাতে উদয়পুর মহকুমার পুর পরিষদের ১৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা দিলিপ সাহা উদয়পুরের সুভাষ সেতুর উপর থেকে ঝাপ দেয়। সংসারে কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে গোমতী নদীর জলে ঝাপ দেয় বলে জানা গেছে। এলাকাবাসীর নজরে বিষয়টি এলে খবর দেয় রাধাকিশোরপুর থানায়।

ঘটনাস্থলে পথচলতি মানুষ এই বিষয়টি দেখে দিলীপ সাহাকে উদ্ধার করতে নেমে পরে গোমতী নদীর জলে। খবর দেওয়া হয় মহকুমা শাসককেও। বহু খোঁজাখুঁজির না পেয়ে আনা হয় এনডিআরএফ এর একটি টিম। সোমবার সকাল থেকে ফের নদীতে চলতে থাকে তল্লাশি। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের নির্বাচিত সদস্য শিশির ভৌমিক। এদিকে পুলিশ সেতুর কাছ থেকে দিলিপ সাহার বাইক ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে। দিলিপ সাহার বাড়িতে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে দিলিপ সাহা নাগাল্যান্ডে কয়েক বছর ধরে ব্যবসা করছিল। তার মাঝে উদয়পুর রাজারবাগে নিজ বাড়ি তৈরি করে স্ত্রী ও ছোট মেয়েকে নিয়ে থাকতেন। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। আর ছেলে স্ত্রীকে নিয়ে নাগাল্যান্ড থাকে। গোমতী নদীর জলে এনডিআরএফ এর টিম এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এর কর্মীরা বহু তল্লাশি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শরণার্থীদের খাদ্য সরবরাহের দাবী জানালেন জীতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। কাঞ্চনপুরের রিয়াং শরণার্থীদের অবরোধ আন্দোলনস্থলে গেলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি জীতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর সাথে সেখানে গিয়েছেন এডিসির মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। রিয়াং শরণার্থীদের সাথে কথা বলে আগরতলায় ফিরে আসেন। আগরতলায় এসে জীতেন্দ্র চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলনে বেশ কিছু বিষয়ে প্রশাসনের কাছে দাবী রেখেছেন। সেই সাথে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

জীতেন্দ্র চৌধুরী জানিয়েছেন, রাজ্যের রাজধানী আগরতলা শহরে যখন শারদোৎসবে কার্নির্ভাল অনুষ্ঠিত হয়েছে তখন কাঞ্চনপুরের রিয়াং শরণার্থী শিবিরগুলিতে খাদ্যাভাবের চরম আঘাত নেমে আসে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রানীরবাজারে ম্যাক্স দূর্ঘটনায় গুরুতর ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। সোমবার সকালে যাত্রীবাহী ম্যাক্স গাড়ির সঙ্গে একটি লড়ির দুর্ঘটনায় আহত হয় ম্যাক্সে থাকা ৬জন। তাদের ঘটনা স্থল থেকে উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় রানীরবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। পড়ে অবস্থার অবনতি ঘটনায় স্থানান্তর করা হয় জিবি হাসপাতালে। ঘটনা জাতীয় সড়কের রানীরবাজার নলগড়িয়া এলাকায়। ম্যাক্সের যাত্রীদের বক্তব্য এই গারিতে করে খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া অফিস এবং স্কুলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তারা। রাস্তায় যাত্রীবাহি ম্যাক্স গাড়িটি সামনে থাকা একটি লড়িকে ওভারটেক করতে যায়। আর এতেই ঘটে বিপত্তি। নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ধাক্কা মারে সামনে থাকা লড়িটির পেছনে। এরপরেই উল্টে যায় যাত্রীবাহি ম্যাক্স ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষক ও দেশীয় শিল্পকে গুরুত্ব দিয়ে আরসিইপি চুক্তি থেকে বিরত থাকল ভারত

ব্যাংকক, ৪ নভেম্বর (হি.স.)।। রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি) তে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারত। দেশের কৃষক এবং দেশীয় শিল্পকে গুরুত্ব দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার।

দেশীয় শিল্পকের রক্ষা করাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলনামূলক ভাবে উন্নত দেশগুলির এই সম্মেলনে এই চুক্তি থেকে পিছু হটেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল এই চুক্তি করলে বিদেশে নির্মিত পণ্য বিশেষ করে চিনের তৈরি সস্তা পণ্যে ভারতীয় বাজার ছেয়ে যাবে। ফলে লোকসানের মুখ দেখতে হবে দেশীয় উদ্যোগপতিদের। সেই আশঙ্কা থেকেই এই চুক্তি থেকে পিছু হটল ভারত সরকার।

বিদেশমন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব বিজয় ঠাকুর জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত চুক্তিটি ন্যায়সঙ্গত ভাবে কতটা ভারসাম্য বজায় রাখছে সেটাও বিবেচনা করে দেখেছে ভারত। বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে এই চুক্তি থেকে বিরত থাকল মোদী সরকার। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে তিনি জানিয়েছেন, এই চুক্তি হলে ভারতের সাধারণ মানুষের রুজি-রুটির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। মহাত্মা গান্ধীর বাণী উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষদের কথা ভাবা উচিত। চুক্তিটি সম্পাদন না করে মহাত্মা গান্ধীর সেই আদর্শকেই পূরণ করেছে কেন্দ্র। এদিন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে আগ্রহী ভারত।

উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে এই চুক্তিকে সই না করার জন্য কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ করে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। ভারত সহ ১৬টি দেশের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদন করার কথা ছিল।

সূত্রে থেকে জানা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে এই চুক্তি ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। চুক্তির পেছনে মূল ভাবনাকে অবহেলা করা হয়েছে। ভারতের তরফ থেকে ব্যক্ত করা বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্র হিতের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করতে পারবে না ভারত। চুক্তি না করে ভারত নিজের কৃষিক্ষেত্রকে রক্ষা করেছে।

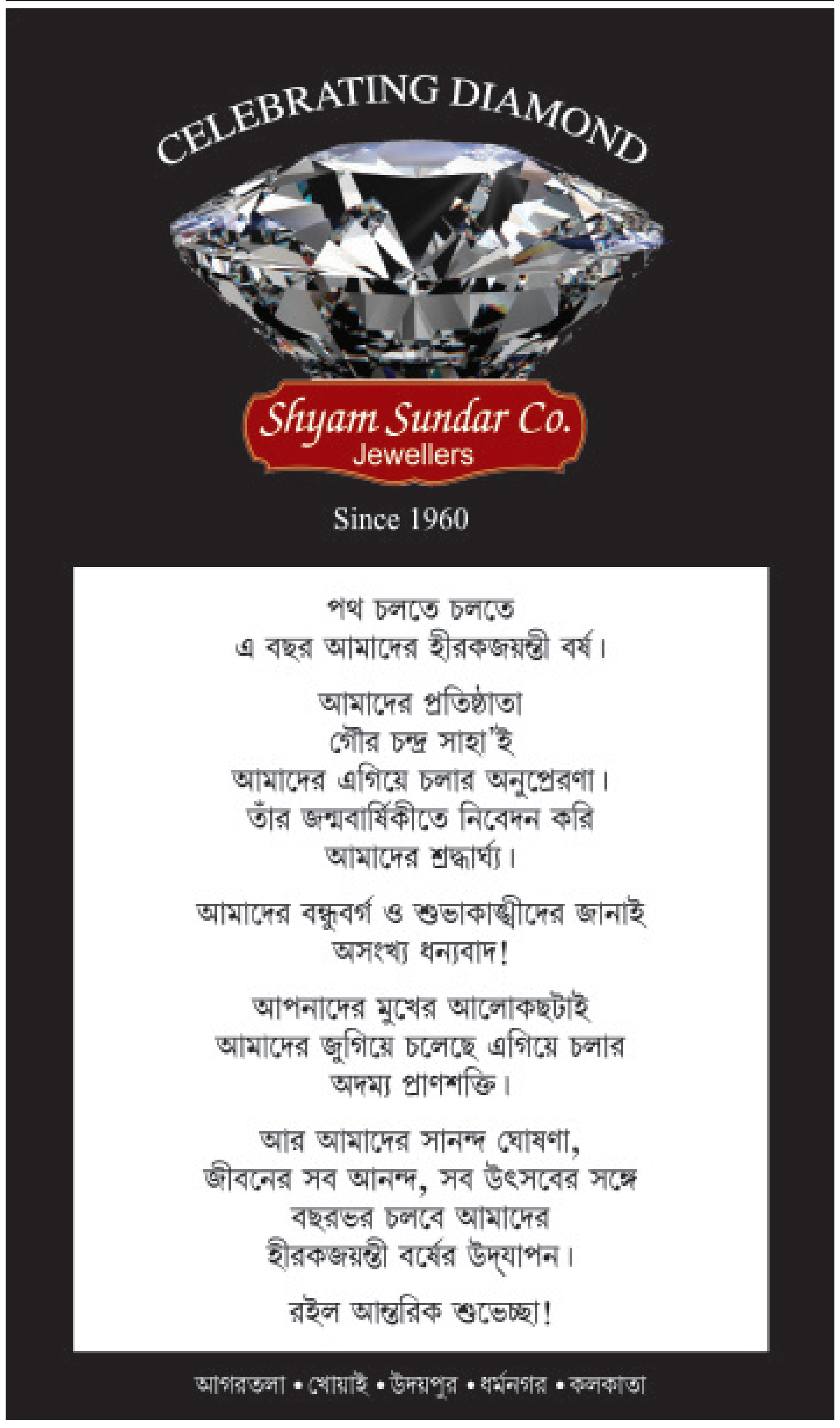

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৫ ■ সংখ্যা ২৮ ■ ৫ নভেম্বর ২০১৯ ইং ■ ১৭ কার্তিক ■ মঙ্গলবার ■ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

চ্যালেঞ্জের মুখে শরণার্থী সমস্যা

মিজোরামের রিয়াং শরণার্থী সমস্যার সমাধান যে সহজ কাজ নহে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিতে যথেষ্ট সময় নিতে হইয়াছে। সমস্যার পিছনে যদি রাজনীতি থাকে, ইন্ধন যোগানো হয় তাহা হইলে এই সমস্যা জটিল আকারই ধারণ করে। আসলে, মিজোরাম হইতে প্রথম যখন রিয়াং শরণার্থীরা ত্রিপুরায় আসিয়াছেন তখনই সমাধানে পৌঁছানো প্রয়োজন ছিল। উত্তর ত্রিপুরায় কাঞ্চনপুরে শরণার্থী শিবির করিতে দিয়াই সমস্যার আগুনে কার্য্যত ঘি ঢালিয়া দেয়া হইল। তখনই যদি শরণার্থীদের মিজোরামেই আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হইতে আজ এই ভয়ংকর সমস্যা স ামনে আসিয়া দাঁড়াইতনা। এই রিয়াং শরণার্থী সমস্যা জিয়াইয়া রাখার জন্য দায়ী কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। স্রেফ ভোট বাণিজ্যের জন্য মিজোরামের কংগ্রেস সরকার কঠোর ভূমিকা নিতে পারে নাই। রিয়াং সম্প্রদায় ও মিজো সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত যদি সেই সময়েই কঠোর হাতে দমন করা হইত তাহা হইলে আজকের গুরুতর সমস্যা আসিয়া দাঁড়াইত না। রিয়াং শরণার্থীরা স্বভূমিতে নিরাপত্তা না পাইয়া ত্রিপুরায় আসিয়া শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়ার মধ্যে লজ্জাবোধ থাকিবার কথা। মিজোরাম সরকারের তাহা ছিল না। কথায় আছে লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকিতে নয়। তখন মিজোরাম ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ভোট। রিয়াংদের পক্ষে ব্যবস্থা নিলে মিজোরা ক্ষুব্ধ হইবে এই ভয়ে মিজোরাম সরকার শরণার্থীদের ত্রিপুরায় যাওয়ার পথে কোনও প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করে নাই। তখন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার দুই হাতে ত্রাণ বিলাইয়াছে। কাঞ্চনপুরের নাইসিংপাড়া, দশদা ইত্যাদি এলাকায় শরণার্থী শিবিরে হাজার হাজার রিয়াংরা আশ্রয় নেয়। কেন্দ্রীয় সরকার রেশন হইতে শুরু করিয়া যাবতীয় সাহায্য দিতে থাকে। এই শরণার্থীদের কল্যাণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়। গড়িয়া উঠে একটি দালাল চক্র। শরণার্থী নেতারা রীতিমতো বাণিজ্যে মাতিয়া উঠে। এইসব শিবির আগুনে পুড়িয়া ছারখার হইয়াছে। জ্যন্ত মরিয়াছে শরণার্থীরা। তবু, এই মওকা ছাড়িতে নারাজ শরণার্থীরা।

এই জটিল সমস্যা নিরসনে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয় বিজেপি সরকার। কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নেয় এই শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার। সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়। শরণার্থীদের মিজোরামে ফিরিয়া গেলে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু ভবি ভুলিবার নয়। শরণার্থীদের অনুনয় বিনয় করিবার পরও মিজোরামে ফিরিয়া না যাওয়ায় পয়লা অক্টোবর হইতে তাহাদের রেশন বন্ধ করিয়া দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। অনাহারে মৃত্যুর অভিযোগ উঠিতে থাকিলেও ত্রিপুরা সরকার এই ব্যাপারে কোনও রকম মুখ খুলিতেছে না। খাদ্যের দাবীতে ৩১ অক্টোবর হইতে শুরু হয় রাস্তা অবরোধ। অভিযোগ উঠিয়াছে যে, অনাহারে চারজন শরণার্থীর মৃত্যু হইয়াছে। ১৯৯৭ সালে মিজোরামে জাতিগত সংঘর্ষ দেখা দিলে রিয়াং অংশের মানুষ ত্রিপুরায় আশ্রয়। এখনও ৩৫ হাজারের বেশী মানুষ ত্রিপুরার শিবিরগুলিতে আশ্রিত। বিজেপি জোট সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় আসিবার পর চতুর্থবারের মতো ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়। তখন প্রচার করা হইয়াছিল যে, ২২ বছরের শরণার্থী সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। চুক্তির পর পুনর্বাসনের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন শরণার্থী নেতারা। তাহাতে সন্তোষ্ট না হওয়ায় ২০১৮ সালে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়। তখন একবার রেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রত্যাবর্তন না করায় এবং আন্দোলন শুরু করায় রেশন দেওয়া শুরু হয়। এই বছর কেন্দ্রীয় সরকার সময়সীমা চূড়ান্ত করিয়া জানাইয়া দেয় পয়লা অক্টোবরের পর আর রেশন দেওয়া হইবে না। সংগঠনের নেতারা জানান মিজোরামে নিরাপত্তা, বাড়িঘর করিয়া দেওয়া, চাষের জন্য জমি, তাহাদের স্বশাসনের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি দাবী না মানিলে শরণার্থীরা মিজোরামে ফিরিয়া যাইবেন না। জেলাশাসককে চিঠি দিয়া শরণার্থী নেতারা জানাইয়া দিয়াছেন অনাহার হইতে বাঁচিতে তাঁহারা অবরোধ করিবেন। প্রয়োজনে খাদ্যগুদাম লুঠ করা হইবে।

রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে ফেরৎ পাঠানোর উদ্যোগ এতদিন পরে কেন। যখন শরণার্থীরা এই ত্রিপুরায় কাতারে কাতারে আসিতে থাকে তখনই কেন সেই উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই। গোঁড়াতেই যদি প্রত্যাবর্তনের কঠিন উদ্যোগ নেওয়া হইত তাহা হইলে আজ এমন দুর্বিষহ অবস্থা হইত না। মিজোরামে জাতিগত দাঙ্গা দমনের দায়িত্ব তো সেই রাজ্যের সরকারের। তখন কেন্দ্রও তো হাত তুলিয়া বসিয়াছিল। শরণার্থীরা কেন্দ্রীয় সরকারের মানবিকতার সুযোগ নিয়াছে। কাজ না করিয়া রেশন ও অন্যান্য সাহায্য পাওয়ার নেশা তো শরণার্থীদের মধ্যে আছেই। কথায় আছে, নিজের ভাঙ্গা ঘরও খাসা। তাহার মধ্যে গৌরব আছে। কিন্তু শরণার্থীদের মধ্যে যে ভিক্ষা মানসিকতা চাপিয়া বসিয়াছে তাহাই এই জাতির গৌরব ঐতিহ্যকে ঠুলায় লুটাইয়া দিয়াছে। একতরফা মানবিকতা চলিতে পারে না। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে রেশন বন্ধ করিয়া সমাধান আনিতে পারিবে না। এর জন্য প্রয়োজন উস্কানী দাতাদের চিহ্নিত করা। শরণার্থী নেতাদের বিত্ত সম্পদ কত, তাহাদের আয় কি পরিমাণ তাহা তুলিয়া ধরিতে হইবে। সাধারণ শরণার্থীদের দাবীগুলি কতখানি সম্ভব মানিয়া নিয়া প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতেই হইবে। শরণার্থীদের সামনে তাহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ দেখাইতে হইবে। বাঁচার পথ দেখাইতে হইবে। এই মানবিক উদ্যোগ হইতে সরিয়া সরিয়া গেলে। সেই চ্যালেঞ্জের সাফল্য আসিবেই। মিজোরামের এমএনএফ সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠিতেছে। কেন্দ্র শরনার্থী প্রত্যাবর্তনে ধনুর্ভদ পন করিয়াছে। এক্ষেত্রে কঠিন পদক্ষেপ ছাড়া সমাধান সম্ভব হইবে না।

আবহাওয়া ও প্রজাপতি রহস্য

রাকা দাশগুপ্ত

কেমন ছিল এই পৃথিবীর আদিমতম হাওয়া, মানে বায়ুস্তর? আজকের মতই, না কি আলাদা? বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে মহাজাগতিক এক গ্যাস ধুলো ধোয়ার প্রকান্ড মেঘ কেন্দ্রীভূত হয়ে আজকের সৌরজগত সৃষ্টি হয়েছিল। ৪.৬ বিলিয়ন বছর কত আগেকার ঘটনা সেটা? চট করে মনে করে নেয়া যেতে পারে, বিগ ব্যাং, যা কিনা এই আস্ত মহাবিশ্বটার সূচনামুহূর্ত, তা ঘটেছিল ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে। এই হিসেবটা মাথায় রাখলে সময়ের স্কেলটা ধরতে সম্ভবত খানিক সুবিধে হবে।

তা, সে ধুলো ধোয়া গ্যাসে বেরিয়ে এসে তৈরি হল আমাদের পৃথিবীও। তারপর সদ্যোজাত পিন্ডটি থেকে উদ্বায়ী গ্যাসেরা বাইরে বেরিয়ে এসে তৈরি করল আবহমন্ডল, শিশু পৃথিবীর গায়ে তা চাদরের মতো লেপ্টে রইল ম্যাধ্যাকর্ষণের জন্য।

সে যুগের হাওয়া ছিল অন্যরকম। আক্ষরিক অর্থেই। সে বায়ুমন্ডলে তখন শুধু কার্বন ডাইই অক্সাইড, নাইট্রোজেন আর জলীয় বাষ্পের রাজ্যপাট।

এরপর সে জলীয় ব াষ্প ঘনীভূত হয়ে তৈরি করল জল — সাত সমুদ্র তেরো নদী। পৃথিবী পেল তারতিনভাগ জল একভাগ স্থল সঞ্চয়। আর কার্বন ডাই অক্সাইডের লুকিয়ে গ্যাদশা থেকে বেরিয়ে এসে সে আটকে পল নানা কার্বনঘটিত শিলাস্তরে। আজকের বাতাসে যেটুকু কার্বন ডাই অক্সাইড আছে, তার বহু বহু গুণ কার্বন ডাই অক্সাইড লুকিয়ে আছে ওইসব পাথর বন্দিশালায়।

আর নাইট্রোজেন? সে খঅনিক কম মিশুকে, অন্যদের সঙ্গে বিক্রিয়া বিশেষ করে না। এমনকি জলেও মেশে না। ফে, সে একা রয়ে গেল বায়ুমন্ডলে বেশি করে। এ যুগের হাওয়া বদলে গিয়েছে বলাই বাহুল্য। এখন বাতাসে শতকরা আটাত্তর ভাগ নাইট্রোজেন, একুশ ভাগ অক্সিজেন। সে নাইট্রোজেন, যা পৃথিবীর জন্মের পর থেকে প্রায় একই রকম রয়ে গিয়েছিল। কারও সঙ্গে মেলামেশা খুব একটা না করেই।

কিন্তু অক্সিজেন? সে এল কোত্থেকে? শুরুর গল্পে তো সে ছিঢ় না। সে এক চমতকার কাহিনি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ২.৪৫ বিলিয়ন বছর আগে থেকেই হাওয়াতে অক্সিজেন রাতারাতি বেশ জাকিয়ে বসেছিল। জানা গেছে তারও বেশ কিছু পূর্বে ২.৭ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া নামে এরকম ব্যাকটেরিয়া প্রজাতির উদ্ভব হয়, যার চলতি নাম নীল সবুজ শৈবাল। এরা সালোকসংশ্লেষ করতে পারত, ঠিক যে পদ্ধতিতে আজকের উদ্ভিদরা বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড টেনে নিয়ে খাবার তৈরি করে, আর বাতাসে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। তো, এই ব্যাকটেরিয়াদের আগমন, আর হাওয়ায় অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ঘটনা যেহেতু মোটামুটি কাছাকাছি সময় ঘটেছিলে, ধরেই নেয়া হয়। যে এই নীল সবুজ ছত্রাকের কল্যাণেই বাতাসে আস্তে আস্তে অক্সিজেনের ভান্ডার গড়ে উঠছে।

এইটুকুতে তো সমস্যা নেই। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্নচিহ্ন থেকে গিয়েছে। এক, মোটামুটি কাছাকাছি সময় বললাম বটে, কিন্তু ২.৪৫ বিলিয়ন আর ২.৭ বিলিয়নের মধ্যেও তো প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বছরের পার্থক্য. ৃথিবীর বয়সকেদি একা ঘন্টা ভাবতাম তাহলে এই পার্থক্য তিন মিনিটের কিছু বেশি। সায়ানো ব্যাকটেরিয়া বাবাজিরা এই ২৫০ মিলিয়ন বছর ধরে কি করছিলেন?

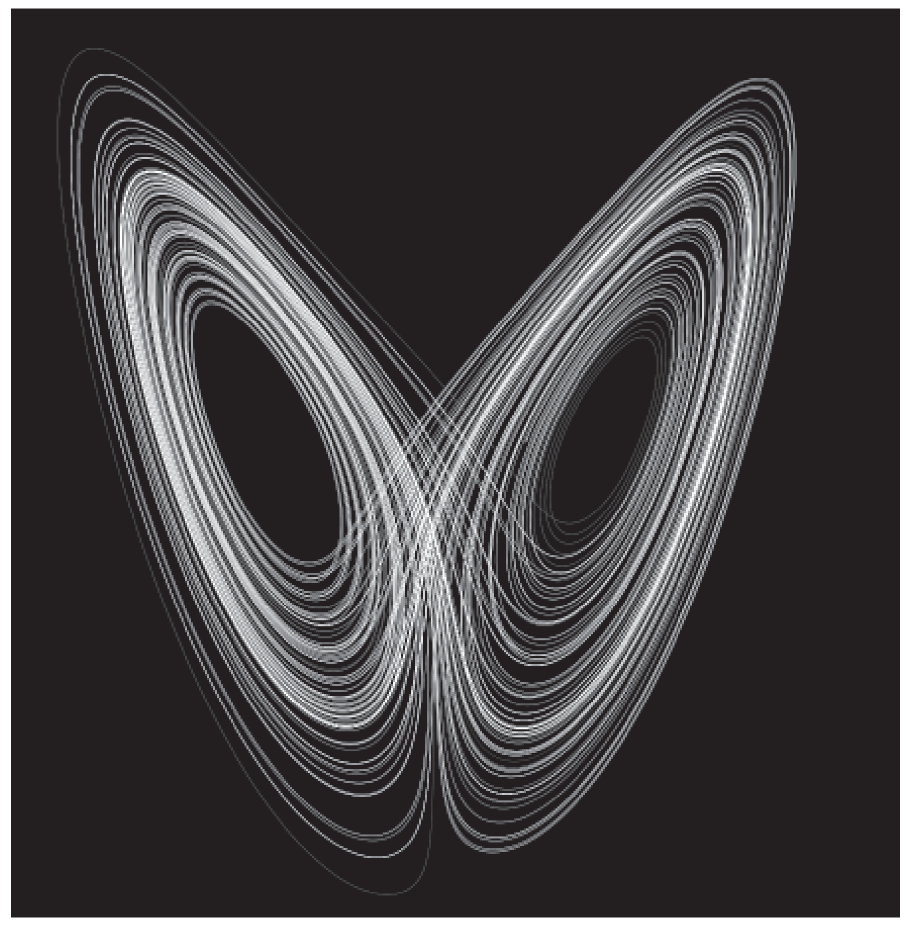

২.৪৫ বিলিয়ন ুবছর আগে হঠাৎ কি হল, যে হাওয়াতে অক্সিজেনের পরিমাণ আচমকা চোখে পড়ার মত বেড়ে গেল?

দুই, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ২১ শতাংশে এসে স্থির হয়ে গেল কেন? ১১-ও তো হতে পারত, বা ৩১? কিভাবে এখটা নির্দিষ্ট মানে বেঁধে ফেলা গেল পৃথিবীর এই বাতাসবাড়ির অক্সিজেনের অনুপাতকে? এযেন একটা টানটান রহস্যগল্প। কেবারে খোলনলচেই বদলে গিয়েছে অঙ্কে ভুল হল কোথা? না কি কম্ফিউটারের মাথা বিগড়ে গিয়েছে? তন্ন তন্ন করে সবটা আবার দেখলেন লোরেঞ্জ। না হিসেব মিলছে না। আসলে প্রাকৃতিক সব ঘটনাও তো অঙ্কের সমীকরণ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এবার, অনেক কিছুই নির্ভর করে সমীকরণের চেহারার ওপর ।ধরা যাক, একটা সমীকরণ গাঁথা হল ক আর খ কে নিয়ে। ক এর মানে ৫ হলে খ এর মান ১০, ক এর মান ১০ হলে খ এর মান হবে ২০, অর্থাৎ সবসময় দ্বিগুণ। যদি খাতার নীচের সোজা ল াইন বরাবর ক এর মানে আর মার্জিন বরাবর খ এর মান বসাই, পাব একটা সরলরেখা।

যেখানে কি ঘটেছে জানা আছে, কে করেছে, কবে ঘটেছে জানা আছে, কে করেছে, কবে ঘটেছে আবছায়াভাবে সবই জানা। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবতে গেলেই দ্যাখা যায়। অনেক তথ্য প্রমাণ এখনও অস্পষ্ট হ্যাঁ। ওই নীল সবুজ, শৈবালেরা সালোকসংশ্লেষ্ট করেছে, তাই ব াতাসে এসেছে অক্সিজেন। গোয়েন্দা থুড়ি, বিজ্ঞানীরা এটা ব ুঝেই গিয়েছেন। কিন্তু পদ্ধতি কি ছিল, কেন অপরাধী এই রাস্তা নিল ওই রাস্তা নিল না। সেখানে এখনও বিস্তরধোঁয়াশা। ফলে যেটুকু জানা আছে, তার ভিইত্ততেই কেস ক্লোজ করে দিতে হয়েছে, যদিও ভেতরে ভেতরে তদন্ত চলছে এখনও।

অবশ্য কেস ফাইল যেখানে কয়েক বিলিয়ম বচর পুরনো, সেখানে এছাড়া উপায় বা কি। এতো গেল বড়সড় হায়া বদলের গল্প. যেখানে বায়ুন্ডেলের উপাদানই ঔস্বয়ঙ.ং বদলে যাচ্চে। এবার এখটু অন্যদিক্কে যাই? বিলিয়ম বছরের গল্প থাকষ ধরা যাক, হায়া, মানে আজগুডকের হাা তার কি কোন আকস্মিক বদল হতে পারে। স্বভাবে হোক চরিত্রেষ এই ধরা যাক, কোনও এক দেশে ফুল ফুটেছে দেদার, হায় উড়ছে একটা ছোট্ট প্রজাপতি। কোন ফুল কোন ফুল বলতে বলতে সে জানা ঝাপটাল বার দুই। পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তে অন্য এখটা দেশের জল হাওয়ায় কি ওই ডানা ঝাপটনোর প্রভাব এসে পড়বে? মানে, জাপানে ডানা নাড়ছে প্রজাপতি, আর তার প্রভাবে সপ্তাহ কয়েক পরে আমেরিকায় হাজির হল টর্নেডো, এ কি সম্ভব?

এ ঘটনার পোশাকি নাম বাটারফ্লাই এফেক্ট। আসলে আবহাওয়া বস্তুটাই অত্যন্ত জটিল, তার ওপর কিসের যে প্রভাব পড়ে আর কিসের যে পড়ে না, বলা শক্ত। ওইজ্যনই আবহাও ?য় পূর্বাভাস মেলে না প্রায়শই। উষ্ণতার সামান্যতম তারতম্য, বাতাসের যতকিঞ্জিত দোলাচল, বিপুলভাবে বদলে দিতে পারে। আবহাওয়ার ভবিষ্যত। এবং এক দেশের ছোট্ট হলুদ প্রজাপতিটির ইতিউতি টডানা নাড়া অন্য দেশের, অন্য সময়ের হায়াকে বদলে দিতে প ারে বইকি।

এই ব্যাপারটা প্রথম নজরে পড়ে গণিতজ্ঞ এডওয়ার্ড লোরেঞ্জএর। ছয়ের দশকে এখটা কম্পিউটার নিয়ে তিনি আবহায়ার কিছু গাণিতিক মডেলিং করেছিলেন। তখন তো কম্পিউটারের আদিযুগ, তার ক্ষমতা আজকের কম্পিউটারের তুলনায় খুবই কম। সে যন্ত্রেই লোরেঞ্জ কাজ করতেন। তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের প্রাথমিক মান নির্ধি,ট করে দিলে, কয়েকদিন পরে আবহাওয়া গণনা করে পাওয়া যায় কিনা, এইট্যা দ্যাখ্যা ছিল উদ্দেশ্য। যেন এক মস্ত রান্নাঘর— অঙ্কের ভেতর লোরেঞ্জ এই এখঅনে উষ্ণতা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ওই বায়ুর চাপ এখটু কমাচ্ছেন, তার মধ্যেই হয়ত টুক করে অল্প তাপপ্রবাহ মিশিয়ে দিলেন। তাছাড়া আবহাওয়া তো ঠিক স্থানিক ব্যাপার নয়, এই সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়, তৈরি হলে তার প্রভাব পড়বে দূর ভূখন্ডেও, এক জায়গায় বায়ুচাপের তারতম্য বদলে দেবে অরেক জায়গার আবহাওয়া মানচিত্রকেও। লোরেঞ্জকে সেসব সমস্ত খেয়াল রাখজ্রেত হচ্ছে। কম্পিউটারের সেসব নিয়ে নেড়েচড়ে হাতা খুন্তি চালিয়ে অঙ্কের হিসেব মিলিয়ে ফেরত দিচ্ছে। আবহাও ?ার একটা গাণিতিক চিত্র। কখনও তা বলছে আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে, কখনও দ্যাখ্যাচ্ছে সাইক্লোনের পূর্বাভাস। সে এক জমজমাট ব্যাপার। অবশ্য সে আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের আবাহার মিল নেই তখনও। লোরেঞ্জের কম্ম্পিউটারের আবহাওয়া সে সময় এক নিতান্ত তাত্ত্বিক মডেল, যাকে এরপর আস্তে আস্তে তিনি নিয়ে যাবেন বাস্তবের কাছাকাছি।

এর মধ্যে একটা অদ্ভুত কান্ড হল। একটা বড়সড় গণনা করেছিলেন লোরেঞ্জ কম্পিউটারে, তিনি চাইলেন তার কিছু অংশ আবার তিনি গোড় থেকে করে দেখবেন। কম্পিউটার থেকে পাওয়া তথ্য প্রিন্ট আউট হিসেবে রাখা ছিল, মাঝামাঝি একটা জায়গায় তথা নতুন করে কম্পিউটারে ঢুকিয়ে আবার ত্রিতিনি প্রোগারআম চালালেন। আচর্যভাবে দ্যাখ্যা গেলখ আগে যা সামাধান পেয়েছিলেন,এখনকার সমাধান তার চেয়ে পুরোপুরি আলাদা। উনিশ বিশের ফারাক নয়, একেবারে খোলনলচেই বদলে গিয়েছে অঙ্কে ভুল হল কোথা? না কি কম্ফিউটারের মাথা বিগড়ে গিয়েছে? তন্ন তন্ন করে সবটা আবার দেখলেন লোরেঞ্জ। না হিসেব মিলছে না। আসলে প্রাকৃতিক সব ঘটনাও তো অঙ্কের সমীকরণ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এবার, অনেক কিছুই নির্ভর করে সমীকরণের চেহারার ওপর ।ধরা যাক, একটা সমীকরণ গাঁথা হল ক আর খ কে নিয়ে। ক এর মানে ৫ হলে খ এর মান ১০, ক এর মান ১০ হলে খ এর মান হবে ২০, অর্থাৎ সবসময় দ্বিগুণ। যদি খাতার নীচের সোজা ল াইন বরাবর ক এর মানে আর মার্জিন বরাবর খ এর মান বসাই, পাব এখটা সরলরেখা। তাহলে, ক যদি ৫ থেকে সামান্য বদলে ৫.১ হয়, খ ১০ থেকে বেড়ে ১০.২ হবে। অল্পই পার্থক্য। কিন্তু খ যদি হয় ক এর ঘন? তার মানে, একটা সমীকরণে পাত্রপাত্রীদের মধ্যে সম্পর্ক যদি ঠিক সরলরৈখিক ননা হয়, বর্গ ঘন কিংবা বর্গের বর্গ ধরনের হিসেব চলে আসে, বা ধরা যাক, কয়েকটা মান পরস্পর গুণ হতে হতে হতে যেতে থাকে, তাহলে, একটা সংখ্যার সামান্য অদলবলদলও অন্তিম সমাধানকে অনেকটা অনেকটা পাল্টে দিতে পারে। লোরেঞ্জের অঙ্কে ওই ০.৫০৬১২৭ আর ০.৫০৬ এর সামান্য ফারাকটুকই শেষ ফলাফলে বিস্তর ব্যবধানে তৈরি করে দিয়েছিল। আবহাওয়ার হিসেব উল্টে পাল্টে গিয়েছিল পুরো।

লোরেঞ্জ তার আবাহাওয়া মডেলে রেখেছিলেন বারোটি চলরাশি। যার মধ্যে তাপমাত্রা, বায়ুচাপ ইত্যাদি সবকিছুই পড়ে। পরে তিনি অঙ্ক করে দ্যাখ্যালেন, স্রেফ তিনটি চলরাশি, ক, খ আর গ নিয়ে যদি তিনটি সমীকরণ গুলো সরলরৈখিক না হ, তাহলে মডেলটা এমন একটা জায়গায় চলে যায়, যার নাম কেওস। বিশৃঙ্খলা। তখন ক, খ বা গ— যে কার মান সামান্য এদিক ওদিক হয়ে গেলেই সমীকরণের সমাধান আপাদমস্তক বদলে যায়। ফলে, আগে থেকে নির্ধারণ করা অসম্ভব, কি ধরনের ফলাফল আসতে চলেছে। এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে, নিউটনের গতিসূত্র, ম্যাধাকর্ষণ, গ্রহ নক্ষত্রের গতির কথা। এখটি গ্রহ কবে পূর্ণ আবর্তন শেষ করে আগের জায়গায় ফিরে আসবে--- তা চুলচেরা হিসেবে করে বলা সম্ভব। হ্যালির ধূম কেতু কত বছর পর আসবে, নিঁখুতভাবে গণনা করে বলে দেয়া যায়। কারণ এখানে সমীকরণগুলো পুরোপুরি নির্ণয় যোগ্য। অথচ কাল কখন বৃষ্টি শুরু হবে, সেটা মোটেই অমন নিশ্চয়তার সঙ্গে হিসেব করাযায় না। কারণ, সমীকরণগুলো ঘোরতর অ সরলরৈখিক তার ওপরে অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে তার সমাধান। যে কোনও একটা উপাদান--- ধরা যাক, উষ্ণতা, বায়ুর ঘনত্ব, জলীয় বাষ্পের অনুপাত ---তাতে একটুখানি হেরফের হলেই আবহাওয়ার তফাত হয়ে যেতে পারে আকাশ পাতালে। রোববার কলকাতার পারদমাত্রা ৩০ হলে বুধবারের দার্জিলিংয়ে তার যা প্রভাব হবে, পারদমাত্রা ৩১ হলে সে প্রভাব হয়ত আমূল বদলে যাবে, আগে থেকেই সেটা বুঝতে পারা দুষ্কর। আরও ভাল যন্ত্র, আরও উন্নত গণনাপদ্ধতি উদ্ভাবন করা গেলে,যে পুরো সুরাহা হবে, তা নয়। কারণ ওই কেওস বা বিশৃঙ্খলা লুকিয়ে র য়েছে আবহাা ও তার গাণিতিক মডেলের মূলগত ধর্মের মধ্যেই।

সে জন্যই বাটারফ্লাই এফেক্ট যেখানে প্রজাপতি ডানার মত ক্ষীণ কাঁপনটুকুও সুদুরপ্রসারী প্রভাব ফ্যালে, অনেক হিসেবতছনছ করে নিয়ে অন্য দেশের জল হাওয়াকে বদলে দিতে প ারে। আর সে কারণেই হাওয়া বদল দিতে পারে। আর কারণেই হাওয়াবদল, কিংবা হাওয়ার গতিপ্রকৃতি নিয়ে শেষ কথা কেউ কখনও বলতে পারে না। তা সে ঝড় কি বাতাসই হোক, বা যুগের হাওয়া।

(সৌজন্যে--- প্রতিদিন)

তিস হাজারি ও কড়কড়ডুমা আদালতের বার অ্যাসোশিয়নের নির্বাচন স্থগিতের নির্দেশ দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর(হি.স.) : আইনজীবী ও পুলিশের সংঘর্ষের জেরে তিস হাজারি আদালত ও কড়কড়ডুমা আদালতের বার অ্যাসোশিয়নের নির্বাচন স্থগিত রাখা নির্দেশ জারি করল দিল্লি হাইকোর্ট। এই দুই আদালত চত্বরে আইনজীবী ও পুলিশের সংঘর্ষের জেরে সোমবার তিস হাজারি আদালতে ধর্মঘটের ডাক দেয় আইনজীবী মহল। উল্লেখ্য, আগামী ৫ নভেম্বর তিস হাজারি আদালত ও আগামী ৭ নভেম্বর কড়কড়ডুমা আদালতের বার অ্যাসোশিয়নের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। আপাতত এই ঘটনায় দু’’টি আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন স্থগিত রাখার আদেশ জারি করেছে দিল্লি হাইকোর্ট।

উল্লেখ্য, পার্কিংকে কেন্দ্র করে তিস হাজারি আদালত চত্বরে পুলিশ-আইনজীবী খণ্ডযুদ্ধ হয়। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কড়কড়ডুমা আদালত চত্বর পুলিশ-আইনজীবী খণ্ডযুদ্ধ বাধে।

এদিকে তিস হাজারি কাণ্ডের জেরে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সোমবার সকাল থেকে ধর্মঘটের ডাক দেয় আইনজীবীরা। সেই অনুযায়ী এদিন সকাল থেকে দিল্লির কড়কড়ডুমা আদালত চত্বরে আইনজীবীরা আদালতের ভেতর কাউকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। একটি মামলায় নিজের বয়ান নথিভুক্ত করার জন্য যখন এক পুলিশকর্মী আদালতে ঢুকতে যায়। তখন তাঁকে ধর্মঘটি আইনজীবীরা বাধা দেয়। শুরু হয় দুই তরফে বচসা। বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় দুই তরফে হাতাহাতি। এরপরেই পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে ক্ষুব্ধ আইনজীবীরা।

অন্যদিকে এদিন তিস হাজারি আদালত চত্বরে বিক্ষোভরত আইনজীবীদের সমর্থনে আসেন সিপিআই(এম) নেতা বৃন্দা কারাট। পুলিশের নিন্দায় মুখর হন এই বর্ষীয়ান বামপন্থী নেত্রী। আইনজীবীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্য হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তিনি। বৃন্দা কারাটের কাছে আইনজীবীরা অভিযোগ করেন যে পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল। এমন ভাঙচুর চালানো হয়ে আইনজীবীদের চেম্বারে। আইনজীবীদের পাও ভেঙে গিয়েছে। এদিন অল ইণ্ডিয়া ল-ইয়ার্স ইউনিয়ন জাতীয় সভাপতি বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ভাঙচুর হওয়া চেম্বারগুলি পরিদর্শন করেন। বিক্ষোভরত আইনজীবীদের সব ধরণের সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

কমছে মাঠ, বাড়ছে যন্ত্র-খেলা, সংকটে তরুণ প্রজন্ম

হাবিব মণ্ডল

জন্মলগ্ন থেকে প্রতিটি মানব মনে খেলাধূলার এক অদৃশ্য বীজ রোপিত থাকে। বিশেষ করে কৈশোর ও যৌবনে খেলাধূলার উন্মাদনা অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। নাওয়া খাা ছেড়ে সকাল বিকেল পাড়ায় ছেলেমেয়েরা একত্রিত হয়ে হরেক কিসিমের খেলা খেলতে পারলেই যেমন সমস্ত দুঃখ কষ্ট, ক্লান্ত শরীর, খারাপের নিরাময়। স্কুল, পড়াশোনা, মায়ের বকাবকি, সমস্ত কিছুরই মাঝে একটু খেলার ফুরসত পাওয়া ছিল যেন এক পরম প্রাপ্তি। কিন্তু কি জানি, কি একটা আধুনিকতার ভূত প্রজন্মের মাথায় চেপে বসেছে যে, খেলাধূলার টান তাদের দেহমনে অনুভূতির ঝড় তুলে না। মাঠেঘাটে, উঠোন, বাগানবাড়িতে দাপিয়ে খেলে বেড়ানোর প্রতি প্রবল অনীহা। গ্রামবাংলার চিরাচরিত বহু আঞ্চলিক খেলা ইতিমধ্যেই স্মৃতির পাতায় জায়গা করে নিয়েছে। খেলাদূলার প্রতি আগ্রহ দিনে দিনে ক্ষীণ হতে চলেছে। আসক্তি এবং আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে কেবল ভার্চুয়াল খেলার অঙ্গনে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ঝোটবদ্ধ হয়ে হৈ হ ুল্লোড়, চেঁচামেচির যে প্রাকৃতিক সুখ, তা থেকে অনায়াসে বঞ্চিত হচ্ছে তারা। এক অপর শারীরিক এবং মানসিক প্রশান্তিকে দূরে ঠেলে মুখে ঘুঁজে দিচ্ছে যান্ত্রিক খেলার দুনিয়ায়। যেকানে একটা স্মার্টফোন হলেই ব্যাস। হাতের মুঠোয় হরেক খেলার লিস্ট। গ্রামবাংলার খেলাগুলি আনন্দ ব্যতীত কিছু দিতে পারে না ঠিকই, কিন্তু এই খেলার মাধ্যমে সাহায্য পরায়ণতা, নৈতিকতা, সহমর্মিতা সহানউভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জন্ম হয়। সর্বোপরি আত্মবিশ্বাস ও জোট বদ্ধ হওয়ার শিক্ষা অর্জিত হয়। দেহ ও মনের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মন ভালো না থাকলে তার ’প্রতিক্রিয়া দেহে পড়ে। আবার শরীরঅসুস্থ হলে মন খারাপ থাকে। সুতরাং উভয়েরই পরিচর্যা অত্যাবশ্যক। খেলাধূলার মাধ্যমে এক অনাবিল

আনন্দের পাশাপাশি আমরা দেহ ও মনের পরিচর্যা করতে পারি। এ প্রসঙ্গে একটাপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শোনাই। আমরা পাড়ার বেশ কিছু সময়বয়সী ছেলে অবসরে নির্দিষ্ট এক জায়গায় আড্ডা দিই। যেখানে সেখানে সমাজ রাজনীতি, খেলাধূলা, পড়াশোনা, মোদি, ট্রাম্প ইমরান, কাশ্মীর সহ নানান বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও সুস্থ তর্ক বিতর্ক করে থাকি। কিন্তু সম্প্রতি সময়ে আড্ডার প্রায় প্রত্যেকটিছেলে পাবজি নামক এক মোবাইল মাথা গুঁজে বিড়বিড় করে আর গেমের চাপা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। পাবজিতে এমনই মশগুল থাকে যে, হাঁকডাক করলেও সাড়া দেয় না। অনুভব করছি আড্ডা ক্রমশ জৌলুস হারাচ্ছে, মধুর সম্পর্কে কেমন যেমন ফাটল তৈরি হচ্ছে। আমি বেচারা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাতে না পেরে একাকী হয়ে পড়েছি। অত্যন্ত হতাশার সুরে বলি, তরুণ ছেলেমেয়েরা এখন উভয় সংকটে। খেলাধূলা সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম হলেও মাঠ বা খেলযোগ্য জমির অভাবে খেলাধূলার সুযোগ এখন কম। গ্রামবাংলার দিকে অধিক জমিজমা সম্পন্ন বিত্তশালী ব্যক্তিও এক টুকরো জায়গা ও খেলার জন্য ফেলে রাখেন না। মফস্সল শহরগুলোতে খেলার মাঠ দখল করে তৈরি হচ্ছে বাণিজ্যিক ভবন ও শিল্পকারখানা। কৈশোরে এখমাত্র বিনোদনের মাধ্যম মাঠগুলো ক্রমেই চলে যাচ্ছে প্রভাবশালীদের কব্জায়। খেলার মাঠ ক্রমান্বয়ে কমে আসার ফলে ছেলেমেয়েরা প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। যা একটা সময় সীমানা অতিক্রম করে ফেলে। পিতামাতার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পর্ণোগ্রাফি সহ নানা অশোভনীয় অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। খেলাধূলা, ছবি আঁকা, কবিতা লেখার বয়সে অকল্পনীয় লোমহর্ষক কর্মকান্ডে জড়িয়ে যায়। জাতির আগামী অগ্রগতি নির্ভর করে তরুণ প্রজন্মের ওপর। আগামীদিনে তারা হয়ে উঠবে জাতির কর্ণধার। তাই নতুন প্রজন্মকে সৃজনশীলতা, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

(দৈঃ স্টেটস)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বৈচিত্র্যময় জীবন পেরিয়ে বিএনপি নেতা সাদেক হোসেন খোকার চিরবিদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ৪।। ছাত্র আন্দোলন থেকে গেরিলা যোদ্ধা; ওয়ার্ড কমিশনার থেকে মেয়র-মন্ত্রী; বাম থেকে মধ্য ডান দলের রাজনীতিক, আবার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যেও জনপ্রিয়তা- এমন অনেক বৈশিষ্ট্য যেখানে মিলেছে, সে হলেন সাদেক হোসেন খোকা।

দলের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য দলেও যেমন জনপ্রিয় ছিলেন তিনি, এলাকার মানুষেরও ছিলেন কাছের মানুষ। তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে এক সময়ের সহকর্মী আবুল হাসনাত বললেন,হি ওয়াজ ম্যান অব দি পিপলস।খোকার দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য পুরান ঢাকার আবুল হাসনাত ঢাকার প্রথম মেয়র। ওই পুরান ঢাকা থেকেই জাতীয় রাজনীতিতে উঠে এসেছিলেন খোকা, ছিলেন ক্রীড়া সংগঠকও উত্তাল বায়ান্নোয় জন্ম নেওয়া খোকা ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবন পেরিয়ে সোমবার চিরবিদায় নিয়েছেন ৬৭ বছর বয়সে।পাঁচ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর দুর্নীতির মামলায় দণ্ড- নিয়ে সেখানেই ক্যান্সারের চিকিৎসা করাচ্ছিলেন বিএনপির এই ভাইস চেয়ারম্যান সরকারবিরোধী বিএনপি তাদের এই নেতার দেশে ফেরার আকুতির কথা জানিয়েছিলেন সরকারকে; তাতে সাড়াও মিলেছিল। কিন্তু তার আগেই জীবনাবসান ঘটল তার তবে সরকারের প থেকে বলা হয়েছে, খোকার লাশ দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

সাদেক হোসেন খোকার জন্ম ১৯৫২ সালের ১২ মে মুন্সীগঞ্জে সৈয়দপুরে। তবে বাবা-মায়ের সঙ্গে পুরান ঢাকার গোপীবাগে তার বেড়ে ওঠা। তার বাবা এম এ করীম ছিলেন প্রকৌশলী।শিশুকাল থেকেই বন্ধু-বান্ধবদের নিয়েই ছিল খোকার জীবন। এই বন্ধুত্বের সূত্র ধরেই যাওয়া মুক্তিযুদ্ধে, এই বন্ধুদের সঙ্গে মিলেই গড়ে তোলেন ব্রাদার্স ইউনিয়ন কাব।গোপীবাগ রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল, কলতাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জয়দেবপুর রানী বিলাস মনি উচ্চ বালক বিদ্যালয়, জগন্নাথ কলেজ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান খোকা; মনোবিজ্ঞানে পড়াশোনা করেন তিনি ছাত্র আন্দোলনে নাম লিখিয়ে খোকা হয়ে উঠেছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের নেতা। পরে যোগ দেন বাম আন্দোলনে; রুশ-চীন দ্বন্দ্বে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন দেখা দিলে তিনি নাম লেখান চিনপন্থি শিবিরে।ছাত্র আন্দোলনের পর কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড পিপলস লীগে (ইউপিপি) যোগ দিয়েছিলেন খোকা। পরে যোগ দেন ন্যাপ ভাসানীতে।জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরে যখন দলের হাল ধরেন খালেদা জিয়া, চিনপন্থি অনেক বাম নেতাকে অনুসরণ করে তখন ১৯৮৪ সালে বিএনপিতে যোগ দেন খোকা।শুরু হয় তার রাজনীতির আরেক অধ্যায়।প্রথমে ওয়ার্ড কমিশনার হন সিটি করপোরেশনে; ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে সূত্রাপুর-কোতোয়ালি আসনে শেখ হাসিনাকে হারিয়ে দিয়ে সারাদেশের নজরে আসেন তিনি। ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে জয় ধরে রাখেন তিনি; এমনকি ১৯৯৬ সালে যখন ঢাকায় বিএনপি অন্য সব আসনে হেরেছিল, তখনও ধানের শীষকে জয়ী রেখেছিলেন খোকা।১৯৯১ সালে সরকার গঠনের সময় ক্রীড়া সংগঠক খোকাকে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী করেন খালেদা জিয়া।

মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে ব্রাদার্স ইউনিয়নের দায়িত্ব নেন খোকা। তিন বছরে ঘরোয়া ফুটবলের তৃতীয় ডিভিশন থেকে প্রথম ডিভিশনে উঠে আসে ব্রাদার্স ইউনিয়ন, টক্কর দিতে শুরু করে মোহামেডান ও আবাহনীর সঙ্গে। এছাড়া ঢাকা ওয়ান্ডারার্স কাব, ফরাশগঞ্জ কাব এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্রের চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের মৎস্য ও পশুসম্পদমন্ত্রী হন খোকা। তবে পরের বছরই ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র হওয়ার পর মন্ত্রিত্ব ছাড়েন তিনি।২০০২ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ওই নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী হয়ে মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর ২০১১ সাল পর্যন্ত একটানা দায়িত্ব পালন করেন খোকা। ঢাকা সিটি করপোরেশন বিভক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এর দায়িত্বে। তার সময়েই ঢাকার বিভিন্ন সড়ক মুক্তিযোদ্ধা ও বরেণ্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের নামে করা হয়, যা সবার প্রশংসা কুড়ায়। আবার মেয়র থাকাকালের ঘটনার জন্যই দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত হন তিনি।তৃণমূল থেকে উঠে আসা খোকা সহ সাংগঠনিক পদ দিয়ে শুরু করে নানা পদ পেরিয়ে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত। এর আগে ঢাকা মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক, সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন দীর্ঘদিন। জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতিও ছিলেন তিনি।

অন্য বন্ধুদের মতো বাড়িতে না জানিয়েই একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন সাদেক হোসেন খোকা, তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি ছিলেন ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য, একদল তরুণের ওই গেরিলা যুদ্ধ অনেকের কাছে ছিল বিস্ময়ের।২০০১ সালে যখন মন্ত্রী, তখন এক আলাপে নিজের মুক্তিযুদ্ধের কিছু ঘটনার রোমন্থন করেছিলেন খোকা।আমি যুদ্ধে যাব- এটা মা-বাবা কাউকে জানাইনি। বলতে পার, একরম হঠাৎ করে বাসা থেকে চলে যায় গেলাম যুদ্ধের পথে।

যুদ্ধে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন,পাকিস্তানিরা আমাদেরকে শোষণ করবে, নির্যাতন করবে, আমাদের সম্পদ লুট করে নিয়ে যাবে, এটা তো মনে নেওয়া যায় না। যুদ্ধ যাওয়ার প্রতীয় দিন গুণছিলাম, একদিন হঠাৎ করেই বন্ধু-বান্ধবসহ আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলাম। হয়ে গেলাম গেরিলা, ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য।লম্বা ইতিহাস'র খানিকটা সেই আলাপে বলেছিলেন এই গেরিলা যোদ্ধা।মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি দিককার কথা। বায়তুল মোকাররমেই ঢাকার তখন একমাত্র বড় মার্কেট ছিল। একদিন দেখি দুপুরে বেলায় বায়তুল মোকাররমের সামনে বড় বড় ক্যামেরা দিয়ে শুটিং হচ্ছে। আমার একটু কিউরিসিটি হল, এখানে কী হচ্ছে? রোজার ঈদের আগে বড় বড় দোকানে দেখানো হচ্ছে যে, ঈদের মার্কেটিং হচ্ছে, বেচা-কেনা হচ্ছে, মানে দেশের আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিকভাবে চলছে। এটা দেখানোর জন্য পাকিস্তানিরা শুটিং করছে। শুনলাম ডিএফপি এই শুটিং করছে।

তখন আমার মাথা ঢুকল, এই ডিএফপিকে তো তাহলে ধরতে হয়। কোথায় ডিএফপি? খোঁজ-খবর নিতে নিতে জানা গেল, শান্তিনগরে একটি অফিসের পাশেই ডিএফপি (ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম এন্ড পাবলিকেশন্স) অফিস। এই অফিস থেকেই এসব কাজ করা হয়। তখন আমরা পরিকল্পনা করলাম এই অফিসে অপারেশন চালাব।আমরা ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য তিনজন ছুটির দিনে, মানে সেদিন হাফ অফিসের দিন ছিল, অপারেশনে বেরোলাম। দিনটি ছিল শুক্রবার। জুম্মার নামাজের পরে অপারেশন। আমরা একটা কালো ব্যাগের মধ্যে দুইটা স্টেনগান ও এক্সপ্লোসিভ নিয়ে যাই। ডিএফপির গেইটে গেলাম। যে দারোয়ান ডিউটিতে ছিল, তাকে অফিসের এক কর্মকর্তার নাম বলি যে, তার (ওই কর্মকর্তা) দেশের বাড়ি থেকে এক আত্মীয় উনার জন্য জিনিস পাঠিয়েছেন। এই কথায় দারোয়ান অফিসের গেইট খুলে ঢুকতে দেয়। ভেতরে ঢুকে আমরা ব্যাগ থেকে অস্ত্র বের করে তাকে নিয়ন্ত্রণে নিই, তাকে বোঝাই যে আমরা মুক্তিযোদ্ধা। এক পর্যায়ে দারোয়ান বলে যে, সে মুক্তিযুদ্ধের পরে লোক। তার ছোট ভাই একজন মুক্তিযোদ্ধা। বিষয়টা আমাদের জন্য ইজি হয়ে গেল।

তারপর একটা পর্যায়ে আমরা সেই ২০ পাউন্ড ওজনের এক্সপ্লোসিভটা রুমের ভেতরে রাখি। এক্সপ্লোসিভের বৈশিষ্ট্য হল, যত চাপ দিয়ে রাখা যাবে, এটার ক্যাপাসিটি তত বাড়বে। তখন কয়েকটা স্টিলের আলমারি দিয়ে ওই এক্সপ্লোসিভ চাপা দিলাম, তারপর বিস্ফোরণ ঘটাই। সেই বিস্ফোরণের পর সারা বিশ্বে শিরোনাম হয়েছিল- পূর্ব পাকিস্তানে দামাল মুক্তিযোদ্ধারা অশান্ত করে তুলেছে ঢাকাকে। এরকম বিস্ফোরণ এযাবত পাকিস্তানে আর হয়নি। এটা পাকিস্তানের সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এভাবে দিনে-দুপুরে এরকম একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধারা, এটা কী করে সম্ভব!"

ডিএফপি ছাড়া রাজারবাগের কাছে মোমিনবাগে পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের প্রধান কার্যালয়, ঢাকা হলের পেছনে ওয়ারফেয়ারের রিক্রুটিং সেন্টারও খোকার নেতৃত্বে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে।খোকা বলেছিলেন,আমাদের অপারেশনের স্পিরিট ছিল শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত রাখা। ঢাকার মানুষকে জানান দেওয়া, মুক্তিযুদ্ধ চলছে। আমাদের গ্রুপ বিশেষ করে ছোট-বড় অনেক অপারেশন আমরা করেছি ঢাকায়।

মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার স্মৃতি তুলে ধরে খোকা বলেছিলেন,মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরপরই বাংলাদেশ থেকে আমরা কয়েকজন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আগরতলা শহরে গিয়ে সিপিএম (কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া-মার্কসবাদী) অফিসে যাই। সেখানে আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দকে পাই। সেখান থেকে আমাদের যাত্রা ২ নম্বর সেক্টরে। মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর এটিএম হায়দারের কাছে প্রশিণ নেওয়ার জন্য। সেখানে আমাদের শহীদুল্লাহ খান বাদল আমাদের বিভিন্ন গ্রুপে পাঠিয়ে দেন।ট্রেনিংয়ের পর মেজর হায়দারের নেতৃত্বে আমি কুমিল্লার সালদা নদীতে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে প্রথম সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেই। সেই দিন রাতে সেই দুঃসাহসিক অপারেশনের কথা স্মরণ করলে শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। মাথার উপর দিয়ে রাতের অন্ধকারে টমি গান-ব্যারেল গানের আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো কী যেন ছুটে যাচ্ছে। যেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। পাকিস্তানি সৈন্যদের আমরা সেই অপারেশনেই পিছু হটাতে বাধ্য করেছিলাম।

খোকার ভাষায়,মুক্তিযুদ্ধ ছিল সার্বজনীন। কোনো দল, কোনো গোষ্ঠি, কোনো ব্যক্তি, কোনো পরিবারের একক কারও অবদান ছিল না, এই অবদান বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের। এর সুফলও সার্বজনীন হওয়া উচিৎ।

এরশাদবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ঢাকায় প্রতিটি আন্দোলনে অগ্রভাগে ছিলেন খোকা; তবে তাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় ১৯৯০ সালে পুরান ঢাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা ঠেকানোর জন্য।এরশাদ আমলের ওই ঘটনায় এখনও খোকাকে স্মরণ করেন গোপীবাগের একটি মিষ্টি দোকানের প্রবীণ কর্মী দেবেন্দ্র নাথ।

খোকার মৃত্যুর খবর শুনে তিনি বলেন, খোকা ভাইয়ের মতো নেতা আর আসবে না।

তিনি বলেন, ১৯৯০ সালে ভারতের বাবরী মসজিদ ভাঙার পর পুরান ঢাকায় হিন্দুদের উপর যখন হামলার চেষ্টা হয়েছিল, খোকা ভাই শাঁখারী বাজারে এসে বলেছিল, সাবধান-খবরদার, এখানে কেউ কিছু করলে হাত ভেঙে ফেলব।শুধু তাই নয়, স্বামীবাগের হিন্দু সম্প্রদায়ের দুটি মন্দির ও ইসকনের বেদখল জমি পুনরুদ্ধার করে দিয়েছিলেন তিনি, বলেন দেবেন্দ্র।পুরান ঢাকায় সূত্রাপুর ও কোতোয়ালি হিন্দুপ্রধান এলাকা; বিএনপির জোটে সাম্প্রদায়িক দল থাকলেও খোকার কারণেই ওই এলাকার ভোট ধানের শীষে পড়ত বলে স্থানীয়রা জানান।খোকার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত অনেকে বলেন, যখনই কোথাও মানুষের বিপদ হয়েছে, যখনই কেউ সহায় পড়েছে, তখনই ছুটে যেতেন তিনি লন্ডনে অবস্থানরত ঢাকার প্রথম মেয়র আবুল হাসনাত বলেন, খোকা তৃণমূল থেকে উঠে আসা এক রাজনৈতিক নেতা, যিনি দলমত নির্বিশেষে মানুষের পাশে থাকতেন সবসময়।মুক্তিযোদ্ধা অলি আহমদ বীরবিক্রম বলেন,একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছিলেন।খোকার মৃত্যুতে দলে শূন্যতাটাই বড় হয়ে বাজছে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মনে; যিনি নিজেও খোকার মতো বাম রাজনীতি থেকে বিএনপিতে এসেছেন।খোকার পরবর্তী রাজনৈতিক দর্শনকে অপছন্দ করলেও তা ছাপিয়ে ব্যক্তি খোকা, মুক্তিযোদ্ধা খোকাকে ভালোবাসা নিয়ে স্মরণ করছেন তার যুদ্ধদিনের সঙ্গী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠক নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু।

বিএনপি চায় না রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফেরত যাক : হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ৪।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ সোমবার বলেছেন, বিএনপি চায় না রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফেরত যাক। 'ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর দেশের নীতিবিরোধী'- বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন মন্তব্যের সমালোচনা করে তিনি একথা বলেন।

সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে ড় হাছান মাহমুদ বলেন, 'রোহিঙ্গাদের সকল প্রকারের সুরা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ভাসানচরে ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা জনগণ এখানে থাকলে বিএনপি রাজনীতি করতে পারে। তাদের (বিএনপি) রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য তারা চায় না যে রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে স্থানান্তরিত করা হোক।

আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাছান মাহমুদ বলেন,আপনারা সবাই জানেন, কারা রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে স্থানান্তরিত করার বিরোধিতা করছেন। কিছু চিহ্নিত এনজিও (বেসরকারি সংস্থা) রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরিত করার বিরোধিতা করছে।এছাড়া তিনি বলেন, মির্জা ফখরুল ও তার দল চায় না যে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে তাদের স্বদেশে ফিরে যাক। তিনি আরো বলেন, রোহিঙ্গারা তাদের দেশে ফিরে গেলে বিএনপির অসুস্থ রাজনৈতিক স্বার্থ ুন্ন হবে।

হাছান মাহমুদ বলেন,আমি জানি না যে তারা (বিএনপি) কেন রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে স্থানান্তরিত করার বিরোধিতা করছে। যেখানে রোহিঙ্গারা আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা পাবে। ওখানে সেনা ও নৌবাহিনীর সহায়তায় রোহিঙ্গাদের থাকার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের নবম শ্রেনির ছাত্র নাইমুল আবরার রাহাতের অসহায়ভাবে মৃত্যু সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ওই শিার্থীর মৃত্যুর পরেও আয়োজকরা তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত দুঃখজনক।তিনি জানান, আজ বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে, যদিও তা এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না।তিনি বলেন, বৈঠকে আবরারের মৃত্যুর পরও কেন আয়োজকরা ওই অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখে, কেন ময়নাতদন্ত ও অন্যান্য আইনী প্রক্রিয়া ছাড়াই তাকে দাফন করা হয়, সে ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও কারা এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী এবং ঘটনাস্থলের কাছেই অনেক কিনিক থাকা সত্ত্বেও কেন তাকে দূরের একটি হাসপাতালে নেয়া হয় সে ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে।মন্ত্রী আরো বলেন, ঘটনাটি তদন্তাধীন থাকায় তিনি কোন মন্তব্য করেননি।

সম্প্রতি স্কুলের প্রাঙ্গণে প্রথম আলোর কিশোরদের জন্য মাসিক পত্রিকা কিশোর আলো আয়োজিত এক অনুষ্ঠান চলাকালে আবরার বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়।হাছান ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ও বিএনপি নেতা সাদেক হোসেন খোকার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।তিনি খোকার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

পরে, তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার মন্ত্রণালয়ের সভাকে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)'র নেতৃবৃন্দ সৌজন্য স্যাত করেন।

বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ড় মুরাদ হাসান, তথ্য সচিব আবুল মালেক, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সুরথ কুমার সরকার, প্রেস ইনিস্টিটিউ অব বাংলাদেশ (পিআইবি)'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (বিএফইউজে)'র সভাপতি মোল্লা জালাল, মহাসচিব শাবান মাহমুদ, ডিইউজে'র সভাপতি আবু জাফর সুর্য ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকদের সাাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ৪।। বাংলাদেশের উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক।সোমবার সন্ধ্যায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে একথা জানান বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের নির্বাহী পরিচালকরা।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের বলেন,তারা বলেছেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাংক তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনেও তারা সহযোগিতা করবে।বিশ্ব ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকরা বাংলাদেশের অবিশ্বাস্য উন্নয়ন ও এই উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার প্রশংসা করে বলেছেন, উন্নয়নের সব সূচকে দণি এশিয়ার অনেক দেশের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে।বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে বলেও তারা মন্তব্য করে বলে জানান প্রেস সচিব।জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ প্রতিরোধমূলক কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা জানতে চান বিশ্ব ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকরা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সাধারণ মানুষ যেন উন্নয়নে সুযোগ-সুবিধা পায় সেজন্য তৃণমূলকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার সব ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।যে কোনো উদ্যোগ গ্রহণেরেে ত্র আমরা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকে গুরুত্ব দিই।

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ৮২ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশে নেমে আসার তথ্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন,ুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠনে জাতির পিতা আজীবন সংগ্রাম করেছেন।

তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

খাদ্য নিরাপত্তা, শিা, স্বাস্থ্যসেবা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদপে নেওয়ার কথাও বলেন তিনি।শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে মায়েদের উৎসাহিত করার বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সরকার ৪৯৩ টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম করছে।

দেশে শিল্পায়নের লয ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেখানে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকারের নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে।দেশকে আরও এগিয়ে নিতে রেলপথ, সড়কপথ, বিমান ও নৌপথকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলার পাশাপাশি সারাদেশে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে বলেও জানান শেখ হাসিনা।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের গৃহীত কার্যক্রম তুলে ধরতে গিয়ে 'কাইমেট ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের কথা বলেন শেখ হাসিনা। পাশাপাশি ব্যাপক হারে বৃরোপণ এবং সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টির কার্যক্রম বাস্তবায়নের কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী, তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুপ্রবেশকারী ও বিতর্কিতরা দলে ঠাঁই পাবে না : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ৪।। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, অনুপ্রবেশকারী ও বিতর্কিতরা আওয়ামী লীগে ঠাঁই পাবে না।তিনি বলেন, 'অনুপ্রবেশকারী ও বিতর্কিতদের তালিকা আমাদের কাছে রয়েছে। সেটি জেলা নেতাদের কাছে পাঠানো হচ্ছে। দলের কোনো কমিটিতে এদেরকে নেয়া হবে না। এদের ব্যাপারে নজরদারি চলছে। ওবায়দুল কাদের বৃহস্পতিবার ধানমন্ডিস্থ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা'র রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, অনুপ্রবেশকারী দল ও দেশের জন্য তিকর। দল ভারি এবং পকেট ভারি করতে কোনো বিতর্কিত ব্যক্তিকে দলে না টানার জন্য নেতাকর্মীদের প্রতি আহবান জানান। সন্ত্রাস-দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা এবং ভুমি দখলকারীদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেয়া অভিযান বাংলাদেশসহ বিশ্বে প্রশংসা পেয়েছে বলেও জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন এবং দুর্নীতি বিরোধী অভিযান দেখে বিএনপির গাত্রদাহ বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ কওে ওবায়দুল কাদের বলেন,' বিএনপির শাসনামলে হাওয়া ভবন থেকে সকল প্রকার অপরাধের নিয়ন্ত্রন করা হতো। আপরাধের দায়ে বিএনপির একজনও নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। শেখ হাসিনা অপরাধের দায়ে নিজ দলের লোকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনি সন্ত্রাস-দুর্নীতি, চাঁদাবাজ-মাদকব্যবসা বন্ধে নজির সৃষ্টি করেছেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরীা করার দায়িত্ব মেডেকেল বোর্ডের। বোর্ডে বিএনপির লোকও রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

কাদের বলেন, সারাদেশে আওয়ামী লীগের মেয়াদ উর্ত্তিণ কমিটির সম্মেলন চলছে। আগামী ২০-২১ ডিসেম্বর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনের আগে আওয়ামী যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, কৃষক লীগ এবং শ্রমিক লীগসহ জেলা উপজেলা-থানা এবং ওয়ার্ডে মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটিগুলোর সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছে।

তিনি বলেন, অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সফর বেশি হয়েছে। ইতিমধ্যে সারাদেশে প্রায় ৩০টি মেয়াদ উর্ত্তিণ কমিটি নতুন করে করা হয়েছে।

আরো প্রায় ২৭ টি কমিটির সম্মেলনে তারিখ ঠিক করা হয়েছে। আগামীতে প্রতিটি কমিটি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী করা হবে। গঠনতন্ত্র বিরোধী কর্মকান্ড মেনে নেয়া হবে না।

পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে কাজ চলছে উল্লেখ করে কাদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী চালক ও পথচারীদের ব্যাপারে যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা মেনে নিলে সড়ক দুর্ঘটনা কমে আসবে। বৈঠকে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ ও জাহাঙ্গীর কবির নানক, তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ, নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী ও সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, বিএম মোজাম্মেল হক ও আফম বাহা উদ্দিন নাছিম, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মৃণাল কান্তি দাস, আইন বিষয়ক সম্পাদক স ম রেজাউল করিম, দফতর সম্পাদক ড় আবদুস সোবহান গোলাপ, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, উপ দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়—য়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাসিনোর চিন্তা ছেড়ে টমেটো চাষ করুন: কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ৪।। ক্যাসিনো চালানোসহ অসদুপায়ে দ্রুত সম্পদ গড়ার চেষ্টা না করে 'গ্রীষ্মকালীন টমেটো' চাষের পরামর্শ দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক। বুধবার আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'কৃষক বাঁচাও-দেশ বাচাও দিবস' উপলে আলোচনা সভায় এ পরামর্শ দেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর এ সদস্য।কৃষিমন্ত্রী বলেন,যারা ক্যাসিনোর মাধ্যমে রাতারাতি

ছয়ের পাতায়

খোকার লাশ দেশে আনতে সহযোগিতা করা হবে ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ৪।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির ভাইস-চেয়ারম্যান ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকার লাশ দেশে আনতে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।

তিনি বলেন,মৃত মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনো কিছু নেই। তার মৃত্যুতে আমি শোক প্রকাশ করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য সমবেদনা জানাচ্ছি। তার লাশ যদি দেশে আনতে চায় তাহলে আমাদের প থেকে কোনো অসহযোগিতা থাকবে না। খোকার লাশ দেশে আনতে সহযোগিতা চাইলে সহযোগিতা করা হবে।

ওবায়দুল কাদের সোমবার বিকেলে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর সম্মেলনের জন্য নির্মাণাধীন সভা মঞ্চ পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, সাদেক হোসেন খোকাকে যদি আনতে চান। ওখানে (নিউইয়র্ক) যদি

ছয়ের পাতায়

রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে জোরালো চাপ সৃষ্টি করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন এর আহবান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ৪।। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে মিয়ানমারের ওপর জোরালো চাপ সৃষ্টি করার জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।তিনি বলেন, রাখাইন রাজ্য থেকে প্রাণ বাচাতে পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, মর্যাদা ও স্থায়ী প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। আজ এখানে প্রাপ্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানা যায়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় মোমেন গত সোমবার রোমে জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউএফপি) নির্বাহী পরিচালক ড্যাভিড বিয়াসলি এবং সংস্থার নির্বাহী বোর্ড প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূত হিসাম মোহামেদের সঙ্গে বৈঠকে এ আহবান জানান। তিনি বর্তমানে দুই সপ্তাহের ইউরোপ সফরে রয়েছেন।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ এবং ডব্লিউএফপি'র মধ্যকার দীর্ঘদিনের সম্পর্কের প্রশংসা করে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবিরে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় সংস্থাটির আরো সম্পৃক্ত হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, মিয়ানমারে তাদের নিজ মাতৃভূমিতে নিরাপদ, মর্যাদা ও স্থায়ী প্রত্যাবাসন নিশ্চিতের জন্য আরো স্বেচ্ছাশ্রম প্রয়োজন।রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানের জন্য ডব্লিউএফপি সম্ভাব্য সবকিছুই করবে বলে জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউএফপি) নির্বাহী পরিচালক ড্যাভিড বিয়াসলি এবং সংস্থার নির্বাহী বোর্ড প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূত হিসাম মোহামেদ তাকে আশ্বাস দেন।

তারা প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ মানবিক আচরণের জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেন। গত সপ্তাহে একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বাংলাদেশ সফরকারি রাষ্ট্রদূত হিশাম কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবিরে তাদের সরকারি সফর সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় মোমেনকে অবহিত করেন।

বিএনপি রাজনৈতিক দৈন্য দশায় ভুগছে : হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ৪।। তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপি রাজনৈতিক দৈন্য দশায় ভুগছে। তাদের দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে অপরাজনীতি করছে।

তথ্যমন্ত্রী বুধবার ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ের নতুন ভবনে দলের প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির বৈঠকপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন। আওয়ামী লীগের আগামী ২০ ও ২১ ডিসেম্বর জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান এইচ টি ইমাম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, প্রচার উপ-কমিটির সদস্য কাসেম হুমায়ুন, আব্দুস শুকুর ইমন প্রমুখ বৈঠকে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

মানুষ যেকারণে একসাথে ঘুমায়

দীর্ঘক্ষণের ক্লান্তির পর প্রশান্তি আশায় ঘুম। একা নয়। বছরের পর বছর ধরে মানুষ একে অপরের পাশাপাশি ঘুমাতে অভ্যস্ত। শয়নসঙ্গীর নাক ডাকার সমস্যাসহ ঘুম ভেঙে যাওয়ার নানা উপকরণের উপস্থিতির পরেও একসাথে ঘুমায় মানুষ। তবে শারীরিকভাবে মানুষ পাশাপাশি ঘুমালেও মূলত ঘুম একেবারেই নিজস্ব ব্যাপার। অনেকটা ম্যারাথন দৌড় কিংবা খাবার চিবিয়ে খাওয়ার মতই একটি স্বতন্ত্র কাজ এটি। এরপরও কেন একসাথে শোয়া? কেনইবা এর প্রচলন? সে প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন ভার্জিনিয়া টেক প্রফেসর এবং ইতিহাসবিদ রজার একির্চ এবং নিউইয়র্কভিত্তিক পরামর্শক লী ক্রেসপি। নিচে তুলে ধরা হলো সে কারণগুলো-আর্থিক সঙ্কট নিজের লেখা অ্যাট ডে''স ক্লোজ: নাইট ইন টাইমস পাস্ট নামের বইতে রজার বলেন, ১৮ শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের একসাথে ঘুমানোর পেছনে কাজ করছে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা। ১৮ শতকের সময়কার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, শিল্প পূর্ববর্তী সময়ে ইউরোপের নিম্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে পরিবারের সবাই মিলে এক খাটে ঘুমানোর প্রচলন ছিল। আর তার একটি বড় কারণ ছিল ব্যয়বহুল আসবাবপত্র। তবে অপেক্ষাকৃত সুশীল দম্পতিরা মাঝে মাঝে আলাদা ঘুমাতেন একান্তই আরামের জন্য। বিশেষ করে দুইজনের কেউ একজন অসুস্থ থাকলে।অন্ধকার ভীতি জার মনে করেন, মানুষের একসাথে ঘুমানোর পেছনে আরেকটি বড় উদ্দীপক হলো অন্ধকার ভীতি। রাত্রিকালীন অন্ধকারে একা থাকতে ভয় পায় মানুষ। তাদের মনে দেখা দেয় নানা কল্পনাজাত ভীতি। আর রাত্রিকালীন সে ভয় দূর করে শনসঙ্গী। কেউ পাশে শোয়া থাকলে চোর কিংবা ভ''তজনিত কাল্পনিক ভীতি ভুলে থাকতে পারে মানুষ।ল্প করতে দিনভর কর্মব্যস্ত সময়ের নানা কষ্টকর অনুভ''তি শয়নসঙ্গীর সঙ্গে বলে হালকা হতে পারে মানুষ। তখন নিজেকে আর একা মনে হয় না।সামাজিক রীতি-নীতি আধুনিক সময়ে ভ''তের ভয় নয়; বরং সামাজিক প্রচলন ও নিয়ম-নীতিই অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে একসাথে ঘুমাতে বাধ্য করে। নিউইয়র্কের বিবাহ সম্পর্কবিষয়ক পরামর্শক লী ক্রেসপির মতে স্বামী-স্ত্রী একসাথে না ঘুমালে তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় বলে সমাজে এমন ধারণা প্রচলিত থাকায় তারা চাইলেও আলাদা ঘুমাতে পারেন না। স্বামী-স্ত্রী আলাদা খাটে ঘুমালে তাদের সম্পর্কে জটিলতা চলছে কিনা তা আবিষ্কারের চেষ্টা করেন অন্যরা। ক্রেসপির মতে, দম্পতিদের ক্ষেত্রে সমাজ ব্যবস্থা এতটাই রীতিসিদ্ধ যে একা শুয়ে কারও ভালো ঘুম হলেও তা জনসমক্ষে তারা স্বীকার করেন না।সঙ্গপ্রিয়তা ক্রেসপির মতে, ভীতি এবং বৈবাহিক সম্পর্ক বাদ দিয়েও এমন অনেক বন্ধন আছে যার কারণে মানুষ একসঙ্গে ঘুমায়। কারণ মানুষ সহজাতভাবেই একে অপরের প্রতি স্নেহশীল এবং ঘনিষ্ঠ।ক্রেসপির মতে, ''মানুষ সঙ্গপ্রিয় মানুষ।'' আর স্বাভাবিক কারণেই মানুষ খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাউকে কাছে পেতে চায়। আর সেকারণেই তারা একসাথে ঘুমায়। এমনকি সে কাছের মানুষটির নাক ডাকাজনিত কারণে ঘুম ভেঙে গেলেও।

হাঁসের ভাইরাসজনিত রোগ ঃ কারণ ও প্রতিকার

এই ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচি আমদানিকৃত নির্দিষ্ট ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কর্মসূচি মোতাবেক যথারীতি ভ্যাকসিন প্রদান করা হলে খামারে ডাক প্লেগ রোগের মড়ক নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। দেশে প্রস্তুত ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচিতে পার্থক্য হল। এল আর আই কর্তৃক দেশীয় স্ট্রেইন ব্যবহারেও ভাল ফল পাওয়া যায়। ভ্যাকসনের ১০০ মাত্রা টিকা থাকে। ভায়ালে পরিশ্রুত জল মিশিয়ে মিশ্রিত টিকা হাঁসের বুকের মাংসে ১ মিলি করে ইনজেকশন হিসেবে দিতে হ। তিন সপ্তাহ বয়সের হাঁসের বাচ্চাকে প্রথম টিকা দিতে হয়। ৬ মাস পর্যন্ত এই টিকার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় থাকে। তাই ৬ মাস পর পর এই টিকা দিতে হয়। খামারে রোগ দেখা দিলে সুস্থ হাঁসগুলিকে আলাদা করে এ টিকা দিতে হয়।

ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস ঃ এটা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হাঁসের বাচ্চার অন্যতম ক্ষতিকর সংক্রামক রোগ। এ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ে অনেক হাঁসের মৃত্য ঘটাতে পারে। রোগাক্রান্ত হাঁসের যকৃত প্রদাহ হয় বলে এ রোগকে হেপাটাইটিসও বলা হয়। ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম এ রোগ ধরা পড়ে। এরপর কানাডা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম ইতালি, রাশিয়া, ফ্রান্স ব্রাজিল, জাপান, ইজরায়েল থাইল্যান্ড এবং ভারতবর্ষে এটা পাওয়া গেছে।

রোগের কারণ ঃ পিকোরনা ভাইরাস নামক একপ্রকার ভাইরাস দ্বারা এ রোগ সৃষ্ট হয়।

এপিডিমিওলজি ঃ প্রাকৃতিক নিয়মে ১-২ সপ্তাহের বয়সের হাঁস অত্যন্ত সংবেদনশীল। বয়স্ক হাঁস এ রোগ হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে মুরগি ও টারকিতে এ রোগ হয় না। এটা অত্যন্ত ছোঁয়াচে প্রকৃতির রোগ এবং প্রকৃতিতে সহঅবস্থানে হাঁসের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।ডিমের মধ্যে বা কীটপতঙ্গ দ্বারা সংক্রমিত হবার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রোগ থেকে সেরে ওঠা হাঁসের পায়খানার সঙ্গে প্ররায় ৮ সপ্তাহ যাবৎ এ ভাইরাস দেহ হতে বেরিয়ে আসে। আক্রান্তের হার প্রায় ১০০ শতাংশ মৃত্যু হার ১ সপ্তাহের কম বয়সের বাচ্চাতে প্রায় ৯৫ শতাংশ, ১-৩ সপ্তাহের বাচ্চাতে প্রায় ৫০ শতাংশ এবং ৪-৫ সপ্তাহের বাচ্চাতে অতি অল্প।

রোগের লক্ষণ ঃ এ রোগ অতি দ্রুত অল্পবয়স্ক হাঁসের বাচ্চার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক বাচ্চা হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায়। কিছু বাচ্চা শুয়ে থেকে ঘাড় পেছনের দিকে বাঁকা করে, চোখ বুঁজে পেট ব্যথার জন্য চিৎকার করে এবং পা ঝাপটায়। এভাবে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা গিয়ে থাকে। কিছু কিছু বাচ্চা ঈষৎ সবুজ বর্ণের পাতলা পায়খানা করে।

পোস্ট মর্টেমে প্রাপ্ত তথ্যাদি ঃ যকৃত অত্যন্ত স্ফীত, হলুদ বা লালচে হয়। এর উপর বিন্দু বিন্দুরক্তপাত ঘটতে দেখা যায়। এছাড়া হাঁসের বৃক্ক ও স্ফীত হয়।

রোগ নির্ণয় ঃ এপিডিমিওলজি রোগ লক্ষ্মণ এবং পোস্টমর্টেম পরিবর্তন এ রোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট। তাইএগুলো দেখে এ রোগ সহজে নিরদ্পণ করা যায়। এছাড়া পরীক্ষাগারে নিউট্রালাইজেশন এবং আগার জেল ডিফিউশন টেস্ট দ্বারা ভাইরাসের পরিচিতি জানা যায়।

তুলনীয় যোগ ঃ হাঁসের এ রোগ ডাক প্লেগ রোগের সঙ্গে ভুল হতে পারে। তবে এ রোগ একটি নির্দিষ্ট বয়সের হাঁসের মধ্যে সীমাবদ্ধ জন্মের পর থেকে ৩-৪ সপ্তাহ এবং ডাক প্লেগ সব বয়সের হাঁসেই হয়। এছাড়া ডাক প্লেগ রোগ প্রধানত বয়স্ক হাঁসেই অধিক হয়। সুতরাং কোন খামারে যদি ডাক প্লেগ হয় তাহলে সেখানকার ছোট এবং বড় সব বয়সের হাঁসই আক্রান্ত হবে। তাছাড়া ডাক প্লেগ রোগে শরীরের ভেতরের বিভিন্ন অংশে প্রচুর রক্তপাত ঘটে যা এ রোগে হতে দেখা যায় না।

চিকিৎসা ঃ এন্টিসিরাপ থেরাপি এ রোগে যথেষ্ট কার্যকরি। এক্ষেত্রে এন্টিসিরাম বা হাইপার ইমিউনাইজড হাঁস থেকে রক্ত নিয়ে আক্রান্ত প্রতিটি হাঁসে ০.৫ মিলি করে ইঞ্জেকশন করলে যথেষ্ট সুলফ পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ রোগ প্রতিরোধের জন্য জন্মের পর ৪-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চাগুলোকে পৃথকভাবে উপায় রাখলে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যেতেপারে। এছাড়া অনাক্রম্যতা সৃষ্টির মাধ্যমেও রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ অনাক্রম্যতা ৩ প্রকারে সৃষ্টি করা যায় যেমন

১) জন্মের ১ দিনের দিন থেকে এন্টিসিরাম বা হাইপার ইমিউন রক্ত হাঁসের বাচ্চাদের ইঞ্জেকশন করা যায়। এতে অপ্রতিরোধী ইমিউনিটি দ্বারা হাঁসের বাচ্চার রোগ প্রতিহত করতে সক্ষম হবে।
২। ডিমপাড়া হাঁসকে টিকা প্রদান করে তার দেহে ইমিউনিটি সৃষ্টি করা এত মাতৃদেহ হতে এন্টিবডি ডিমের কুসুমের মধ্য দিয়ে বাচ্চর দেহে প্রবেশ করে তাকে রক্ষা করে।
৩) জন্মের পরই হাঁসের বাচ্চাকে টিকা প্রদান করা।

সুস্বাস্থ্যের জন্য আড্ডা দিন প্রাণ খুলে

আপনার যদি অনেক বন্ধু থাকে তাহলে আড্ডা দিন প্রাণ খুলে। আর যাদের বন্ধু, সহকর্মী কিংবা আড্ডা দেওয়ার মতো কোনো সঙ্গী নেই তারা জুটিয়ে নিন। কারও কোনো নিষেধ মানার দরকার নেই! সময় নষ্ট না ভেবে নিজে সুস্থ থাকার জন্যই মেতে উঠুন আড্ডাবাজিতে। গবেষকদের বক্তব্য সেরকমই।আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটির কলাম্বিয়া বিজনেস স্কুলের গবেষকরা বলছেন, প্রাণখোলা আড্ডা সুস্বাস্থ্যের সহায়ক। এতে মন থাকে প্রফুল্ল। সহজ হয় জীবনযাপন। যারা আড্ডা দিতে পছন্দ করেন না তারা শুধু আবেগতভাবে নয়, স্বাস্থ্যগতভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হন। দেহের ওজন, শক্তি কমে এবং লোপ পায় কর্মস্পৃহা।কলাম্বিয়া বিজনেস স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক ও এ গবেষণার সহ-গবেষক মাইকেল স্লিপেইন বলেন, আপনার মনের কথা যদি চেপে রাখেন, তবে আপনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বেন। সেই চ্যালেঞ্জ মোকবেলা করতে হবেন ক্লান্ত। ফলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পাবে, আপনি নিমজ্জিত হবেন হতাশায়।তাই অহেতুক মনের কথা চেপে না রেখে প্রিয় মানুষদের সঙ্গে আড্ডার ছলে প্রকাশ করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন তিনি।যে গোপন বিষয় আপনাকে খুব বেশি চিন্তিত করে, সে বিষয়টি কাছের মানুষদের সঙ্গে শেয়ার করে বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শ ও উতসাহ পেতে পারেন।ওই গবেষণায় আরও দেখা যায়, মেয়েরা অজানা বা গোপন বিষয় শেয়ার করতে বেশি দেরি করতে চায় না। আর ছেলেরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বেশি মেতে থাকে। তাই কোনও বার দেখা করে বন্ধুদের কথাগুলো বলতে অন্তত তিন ঘণ্টা সময় নেয়।যদিও অর্ধেক পুরুষকে কোনো তথ্য দিয়ে সেটি সরবরাহ করতে বললে প্রথম মিনিটেই সেটি হয়ে যায়, আর নারীরা কম করে হলেও তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা নিজের কাছে রেখে দেয় তথ্য সরবরাহের আগে।

সিদ্ধান্তহীনতার মূল কারণ ডিপ্রেশন

জানেন কি, সিদ্ধান্তহীনতার অন্যতম মূল কারণ ডিপ্রেশন? ডিপ্রেশন ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণগুলো অনেক সময় নির্ণয় করা যায় না। সিদ্ধান্তহীনতা ক্রোনিক ডিপ্রেশনের একটি বিশেষ লক্ষ্মণ।

আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণে বলা হয়েছে, ডিপ্রেশনে ভুক্তভোগীরা সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। অথবা তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন হয়। উল্লেখ করা হয়েছে, মেন্টাল ডিপ্রেশন দীর্ঘস্থায়ী সিদ্ধান্তহীনতা তৈরি করে।

দৈনন্দিন জীবনে ক্রোনিক ইনডিসিসিভনেসের প্রভাব

আমরা নিজেরাই এ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পর্কে অনেক সময় সজাগ থাকি না বা থাকতে পারি না। দিনে আমরা কয়েকশো সিদ্ধান্ত নেই ও বহুবার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি। যেমন—

* কখন ঘুমাতে যাবো?
* কী পরবো?
* কী খাবো, এখন না পরে?
* স্নান করবো কী করবো না?
* ছাতা নেবো কী নেবো না?
* কোন পথ দিয়ে গেলে দ্রুত পৌঁছানো যাবে?
* কোন কথা কীভাবে, কখন বলবো? বলা ঠিক হবে কিনা?
* কোনো কাজে যাওয়ার ক্ষেত্রে কখন যাবো? আজ যাবো কিনা?

এতো গেলো সাধারণ ছোট ছোট ব্যাপার। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রোজ অমাদের নিতে হয়। বেশিরভাগ মানুষ এসব সিদ্ধান্ত সেকেন্ডের মধ্যে নিয়ে ফেলে। কিন্তু ডিপ্রেশড ব্যক্তিরা ছোটখাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দ্বিধায় ভোগে। তাদের ধারণা, তরা সুফলদায়ক বা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। ভবিষ্যত ফলাফল নিয়ে এরা খুব বেশি অনিশ্চয়তায় ভোগে। ফলে ভুলসিদ্ধান্ত হতে পারে বলে অনেকখানি সময় নেয় তারা।

বিষন্নতা কেন দ্বিধান্বিত করে?

মোটিভেশনের অভাবে ডিপ্রেশড ব্যক্তিরা ইনডিসিসিভ হয় বা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। মোটিভেশন ও ডিপ্রেশন পরস্পর বিরোধী। মোটিভেশন ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া ধীর হয়েযায়। গবেষণায়, বিষন্নতাকালীন বৈকল্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে দৈহিক সমস্যা বলা হয়েছে। দেখা গেছে, মস্তিষ্কের মেডিয়াল ও ভেন্ট্রাল প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স অঞ্চলে ধূসর পদার্থ হ্রাস পেলে প্রেরণার উদ্দীপনা হ্রাস পায় এবং হানিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তৈরি হয়। বিমর্ষ ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে এই ধূসর পদার্থ হ্রাস পায়। পরিশেষে, বিষন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা দেয় উচ্চমাত্রার অ্যাংজাইটি। এই অ্যাংজাইটি সিদ্ধান্ত নিতে প্রধান অন্তরায়। ডিপ্রেশন ও ইনডিসিশন ভাঙতে করণীয় কী? ক্রোনিক ডিপ্রেশন ও ইনডিসিশনের সঙ্গে লড়াই করা কঠিন। তবে প্রাথমিকভাবে কাটিয়ে উঠতে এগুলোকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যেতে পারে।

* নোটবুকে সঙ্গে রাখুন। সিদ্ধান্তের পজিটিভ — নেগেটিভ দিকগুলো লিখুন।
* ডিপ্রেশনের জন্য কগনিটিভ বিহেভিওরাল থেরাপি নেওয়া যায়। চয়েজ অ্যানালাইজিংয়ে এ থেরাপি ফলদায়ক।
* জটিল সিদ্ধান্ত প্রয়োজন বুঝে এড়িয়েযান। অথবা কারও পরামর্শ নিন। অনেক ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করা নিয়ে ঝামেলায় পড়তে পারেন। সেক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কাঁধে ভরসা রাখুন।
* পজিটিভ চিন্তা করুন। নিজেকে পজিটিভ কথা বলুন।
* কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি ভাববেন না। কারণ ভবিষ্যৎ আমাদের কারও জানা নেই। আমরা কেবল সৎভাবে এগিয়ে যেতে পারি। বাকিটা ছেড়ে দিন। বিশ্বাস করুন, সব সমস্যারই সমাধান রয়েছে। কারণ, জগতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। ভালো থাকুন।

রোগের চাইতে মদেই মৃত্যু বেশি

পৃথিবীতে এইডস, এইচআইভি, টিউবারকিউলোসিস বা হিংসাত্মক ঘটনায় মৃত্যুর তুলনায় অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে বেশি লোকের মৃত্যু ঘটে বলে দাবি করা হয়েছে নতুন এক গবেষণায়।দ্য অর্গানাইজেশন অফ ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট(ওইসিডি)এর করা নতুন এক জরিপে উঠে এসেছে এ তথ্য। ওইসিডি বিশ্বের ৩৪টি দেশের উপর এ জরিপ পরিচালনা করেছে।জরিপের ফলাফল প্রকাশের পর ওইসিডির সেক্রেটারি-জেনারেল এঞ্জেল গুর্লা জানিয়েছেন, বিশ্বজুড়ে মহিলা ও কমবয়েসিদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস আগের চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে।প্রতিবেদনে ক্রমেই বাড়ছে মদের পিছনে অর্থব্যয়ের প্রবণতা। তাঁর দাবি, জানানো হয়েছে, পৃথিবীতে এইডস, এইচআইভি, টিউবারকিউলোসিস বা হিংসাত্মক ঘটনায় মৃত্যুর তুলনায় অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে মৃতের সংখ্যা বেশি। মদ্যপানের নেশায় বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন ইসরাইল, আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড ও সুইডেনের বাসিন্দারা।তবে রাশিয়া, ব্রাজিল, চিন ও ভারতে মদ্যপায়ীর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়েনি। মদের নেশা বাড়ার পিছনে তার সহজলভ্যতা ও চটকদার বিজ্ঞাপনকেই দায়ী করা হয়েছে। এছাড়াও উন্নত দেশগুলোতে ব্যক্তিপ্রতি গড় মদ্যপানের পরিমাণ বছরে ১০০ বোতল বলে উল্লেখ করা হয় ওই প্রতিবেদনে।তবে ১৯৯২ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে হিসেবে ওইসিডি সদস্য দেশগুলিতে মদ্যপানের হার ২.৫ শতাংশ কমেছে।

''অসুর''এর বেশে আসছেন জিত

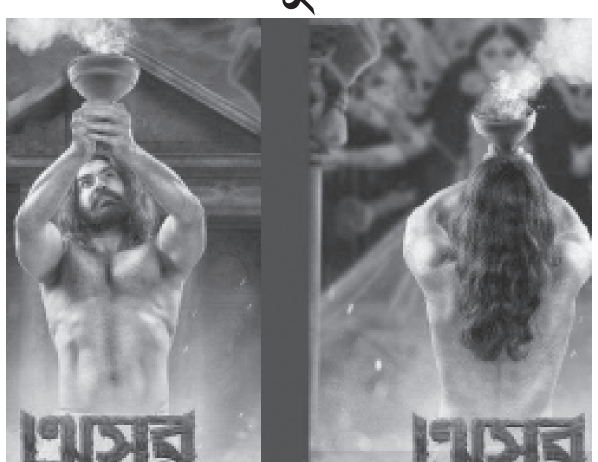

নিজস্ব প্রতিবেদন: শরত কালে বাঙালি মেতে ওঠে তাঁদের প্রিয় দুর্গোতসবে। দুর্গাপুজো কাটিয়ে শরতের পর শীতে বাঙালি মেতে উঠবে ''অসুর'' নিয়ে। সৌজন্য টলিউড তারকা জিত। পরিচালক পাভেলের হাত ধরে অসুরের বেশে হাজির হচ্ছেন তিনি।রবিবারই অসুরের ফার্স লুকে ধরা দিয়েছেন জিত। যেখানে ধুনিচি হাতে ধরা দিয়েছেন জিত। ''অসুর'' এর ফার্স লুকে মুগ্ধ সিনেমাপ্রমী দর্শকরা। বলিষ্ঠ চেহারা, লম্বা চুল, জিত-এর চোখে মুখে ক্রোধের ছাপ স্পষ্ট।পাভেল পরিচালিত এই ছবিতে জিত ছাড়াও দেখা যাবে নুসরত

বলিষ্ঠ চেহারা, লম্বা চুল, জিত-এর চোখে মুখে ক্রোধের ছাপ স্পষ্ট।পাভেল

পরিচালিত এই ছবিতে জিত ছাড়াও দেখা যাবে নুসরতজাহান ও আবির চট্টোপাধ্যায়কে। জানা যাচ্ছে দুর্গার চরিত্রে দেখা যাবে নুসরতকে। বিয়ের পর এটাই হতে চলেছে নুসরতের প্রথম ছবি।প্রসঙ্গত, ''রসগোল্লা''র পর এটি পরিচালক পাভেলের দ্বিতীয় ছবি হতে চলেছে। তাঁর তৈরি ''রসগোল্লা'' মুগ্ধ করেছে সিনেমাপ্রেমীদের। তাই দ্বিতীয় ছবির কথা প্রকাশ্যে আসতেই একটা ভালো কিছু পাওয়ার আশা করছেন দর্শকরা।

অন্যদিকে জিতকে সম্প্রতি দেখা গেছে ''প্যান্থার'' ছবিতে''অসুর'' নিয়ে ৡত্রত্র ২৪ ঘণ্টার তরফে পরিচালক পাভেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ''''অসুরকে আমরা যেভাবে দেখি এই ছবিতে দর্শকদের অসুর সম্পর্কে ভাবনাটাই বদলে যাবে। অসুর মানেই অশুভ নয়। এখানে অসুর মানে অসীম শক্তিধর। এটি তিন বন্ধুর গল্প, ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। এখানে নুসরতের চরিত্রের নাম অদিতি, জিত এর চরিত্রের নাম কিরণ মান্ডী, আর আবিরের চরিত্রের নাম বোধিসত্ত্ব। আর এই ছবিটি একজন শিল্পীর জীবন নিয়ে। আর এই ছবিটির মাধ্যমেই আমি খ্যাতনামা ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ-কে শ্রদ্ধা জানাতে চলেছি।'

ওরা এখন আরও বেপরোয়া

সাইবার দুর্বত্তদের চালাকির কথা হরহামেশা শোনা যায়। কিন্তু এন তাঁরা আরও বেশি বেপেরায়া হয়ে উঠেছে। তাদের চাতুর্যের সঙ্গে সাহাস যোগ হয়েছে। হালনাগাদ প্রযুক্তি তাদের হাতের মুঠোয়। যেনতেন আক্রমণ না করে এখন যাচাই বাছাই' করে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তারা। বিশ্বজুড়ে সাইবার হামলা বেড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো ইনকরপোরেশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় জাপানে। ট্রেন্ড মাইক্রোর গবেষকেরা বলছেন, গত কয়েক বছরে সাইবার হামলার ঘটনা বেশ বেড়েছে। সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। ২০১৫ সালেরবিশেষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে ট্রেন্ড মাইক্রো বার্ষিক নিরাপত্তা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, নতুন ধরনের সাইবার হামলা ঠেকাতে সব সময় নিরাপত্তা সিস্টেম হালনাগাদ করে রাখাজরুরি। ট্রেন্ড মাইক্রোরা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসে যে ধরনের সাইবার আক্রমণ আমরা দেখেছি, এতে আমাদের পুরোনো হুমকির বিষয়গুলোর দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা সিস্টেম এখন আর নিরাপদ নয়। কে ভেবেছিল যে সাইবার হুমকির বিবেচনার ক্ষেত্রে ভাষার বিষয়টি নিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হবে। ট্রেন্ড মাইক্রো দাবি করেছে, গত বছরে তারা পাঁচ হাজার ২০০ কোটি নিরাপত্তা হুমকি ঠেকিয়েছে। তবে তা ২০১৪ সালের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম। ২০১২ সালের পর থেকে সাইবার হুমকি কমার ধারা দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রেন্ড মাইক্রো। প্রতিষ্ঠানটির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাইবার দুর্বৃত্তরা এখন তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণে অনেক বেশি 'যাচাই-বাছাই' করে আধুনিক হালনাগাদ প্রযুক্তির ব্যবহার করছে।

ত্বকের বয়স কমাবে লিচুর মাস্ক

বয়স ত্রিশ পার হলে ত্বকের স্বাভাবিক ইলাস্টিসিটি কমে যায়। আমাদের দেশে আবহাওয়া ও বিভিন্ন কারণে অনেকেই ত্রিশ পার হওয়ার আগেই এই সমস্যায় পড়েন। তবে এটাও ঠিক বয়সকে চাইএণ্ডও ধরে রাখা যায় না।

ত্বকে যেন বয়সের ছাপ না পড়ে তার জন্য কত কিছুই না করে থাকেন আপনি। জানেন কি আপনার হাতের কাছেই একটি জিনিস আছে, যা দিয়ে আপনার বয়সকে ৪-৫ বছর কমিয়ে রাখতে পারবেন।এটি একটি ফল, যার নাম লিচু।

যেভাবে ত্বকের বয়স কমাতে লিচুর মাস্ক

লিচুতে প্রচুর এন্টিঅক্সিডেন্ট , ভিটামিন সি, পটাশিয়াম রয়েছে। এরাত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা নিশ্চিত করে ত্বকের যৌবন ধরে রাখে। লিচুর এই উপাদানগুলো কাজ করে মুখেণ শুষ্কভাব দূর করতে, কপালের ভাজ পড়া, ঠোটের চার পাশের বলি রেখা, গলা এবং বুকের পিগমেন্টেশন দূর করতেও ভূমিকা রাখে। ত্বকের তৈলাক্ততা দূর করে বিধায়, লিচু খেলে ব্রণের উপদ্রবও কমে।

লিচু দিয়ে আপনি ফেসিয়াল মাস্কও তৈরি করে নিতে পারেন।

আসুন দেখে নেই মাস্কটি তৈরির প্রণালী

৩ টি লিচুব্রেন্ড করে এর সাথে ২ চা চামচ টক দই এবং ১ চা চামচ আটা যোগ করে মিশিয়ে নিলেই ফেস মাস্ক তৈরি হয়ে যাবে। এরপর এই মাস্কটি সারা মুখে ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন।

প্রথম ক্লোন বানর জন্ম দিল চীন

এবার চীনা বিজ্ঞানীরা জন্ম দিলেন বিশ্বের প্রথম ক্লোন বানর। বিজ্ঞানীরা কয়েক সপ্তাহ আগে গবেষণাগারে ঝং ঝং এবং হুয়া হুয়া নামের দুটি ক্লোন বানরের জন্ম দিয়েছেন। গত শতকেরনব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে স্কটল্যান্ডেরপ্রাণিবিজ্ঞানীরা ডলি নামের ক্লোন ভেড়ার জন্ম দেন।চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের ইন্সটিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেসের বিজ্ঞানী কিয়াং সানের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে সাংবমাধ্যমগুলো জানায় ক্যান্সার ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জিনগত ক্রুটির গবেষণা ও নিরাময়ের কাজে লম্বা লেজওয়ালা এ বিশেষ ধরনের ক্লোন বানরকে কাজে লাগানো হবে। বিজ্ঞানীদের কাছে এগুলো হবে এসব রোগ গবেষণায় মডেল। এখন যেমন গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয় গিনিপিগ।স্কটল্যান্ডে মাদি ভেড়া ডলিকে ক্লোন করতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল, ঠিক একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে ঝং ঝং ও হুয়া হুয়ার ক্ষেত্রে। ক্লোন করা বানরশাবক দুটির মধ্যে ঝং ঝংয়ের জন্ম ৮ সপ্তাহ আগে। আর হুয়া হুয়ার জন্ম ৬ সপ্তাহ আগে।ক্লোন করা বানরশাবক দুটিকে বোতলে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। অন্যসব সাধারণ বানরশাবকের মতোই এরা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে। সামনের কয়েক মাসে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে এরকম আরও বানরশাবক জন্ম দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন চীনা গবেষকরা। প্রাণিবিজ্ঞানীদের অনেকেই ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে বানরশাবক জন্ম দেয়ার নৈতিকতা নিয়েপ্রশ্ন তুলেছেন।

সোমবার আগরতলায় সর্বভাতীয় কিষান সংঘর্ষ সমন্বয় সমিতি এর র‍্যালীর আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

মায়ের মৃতদেহ নার্সিংহোমে রেখে দিয়ে ধর্নায় বসল ছেলে

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর (হি.স): চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে মায়ের মৃতদেহ নার্সিংহোমে রেখে দিয়ে ধর্নায় বসল ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির ফুলবাড়িতে। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়।

সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে রোগী মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের সদস্য ও এলাকাবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। মৃত মায়ের দেহ রেখেই নার্সিংহোমের সামনে ধর্নায় বসে ছেলে ও পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। যেকোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এদিন রাত পর্যন্ত নার্সিংহোমে মোতায়েন করে রাখা হয়েছে পুলিশ বাহিনীকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২৬ অক্টোবর রাজগঞ্জের আমবাড়ি কামারভিটার বাসিন্দা দিনমণি রায় (৬৫) নামে এক মহিলা বাড়ির সামনে একটি স্কুটির ধাক্কায় গুরুতর জখম হন। সেদিনই ফুলবাড়ির নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় তাঁকে। ভর্তির আগে পরিবারের সদস্যদের প্যাকেজের কথা জানায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসা শুরু হতেই আইসিইউতে ভেন্টিলেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দিনমণি দেবীকে। ভর্তি থাকাকালীন চারদিন পর কোমায় চলে যান তিনি। সোমবার সকালে মৃত্যু হয় দিনমণি দেবীর। এরপরই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তোলেন পরিজনেরা।

মৃতার ছেলে রামগঞ্জ হাইস্কুলের শিক্ষক শঙ্কর রায় বলেন, 'আমাদের ভুল বুঝিয়ে মাকে ভর্তি করানো হয়। প্রয়োজন ছাড়াই মায়ের মাথার অস্ত্রোপচার করানো হয়। ভুল চিকিৎসায় মায়ের মৃত্যু হল। আমরা বলেছিলাম পরিকাঠামো না থাকলে ভর্তি না করাতে। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ টাকার লোভে পরিকাঠামো ও চিকিৎসক ছাড়া মাকে এখানে রেখে দেয়।' তিনি জানান, পরিবারকে না জানিয়েই ভেন্টিলেশনে ঢোকান হয়। কর্তৃপক্ষ জবাব না দেওয়া পর্যন্ত ধর্না চালিয়ে যাবেন তাঁরা।

নার্সিংহোমের প্রশাসক কেশব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'গাফিলতির অভিযোগ ঠিক নয়।

আমরা যথাসাধ্য বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম। এদিন সকালে রক্তচাপ অস্বাভাবিক হারে কমে যায়। পরিবার দেহ নিতে অস্বীকার করলে আমরা পুলিশের হাতে মৃতদেহ তুলে দেব'। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পরিবারের তরফে অভিযোগ মিলেছে। ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' দার্জিলিং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রলয় আচার্য বলেন, 'মাটিগাড়া ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এদিনের ঘটনার কোন অভিযোগ এখনও মেলেনি।'

হরিয়ানায় বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন জ্ঞানচন্দ গুপ্ত

চণ্ডীগড়, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : সর্বসম্মতিক্রমে হরিয়ানা বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন বিজেপির পাঁচকুলা কেন্দ্রের বিধায়ক জ্ঞানচন্দ গুপ্ত।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে জ্ঞানচন্দের নামের প্রস্তাব তোলেন। সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী দুষ্মন্ত চৌতালা। উল্লেখ করা যেতে পারে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের চন্দ্রমোহন বিশ্বনইকে পরাজিত করেছিলেন জ্ঞানচন্দ।

উল্লেখ করা যেতে পারে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে ছয়টি আসন কম পায় বিজেপি। পরে জেজেপি এবং সাতজন নির্দলের সমর্থনে সরকার গড়তে সক্ষম হয় বিজেপি।

এর আগে এদিন নবনির্বাচিত বিধায়করা শপথগ্রহণ করেন। ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত, পঞ্জাবী ও উর্দুতে ভাষায় শপথ নেন বিধায়কেরা।

প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে বন্ধুদের হাতে গনধর্ষণের শিকার তরুণী

বারুইপুর, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : প্রেমিকের দেখা করতে গিয়ে প্রেমিক ও তার বন্ধুদের হাতে গণধর্ষণের শিকার হলেন এক তরুণী। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত বাইপাস এলাকায়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রেমিক আনিসুর রহমান ও তার এক বন্ধু নূর সেলিমকে গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ওই তরুণী।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে খবর, রবিবার সন্ধ্যায় ওই তরুণীকে নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠায় আনিসুর। সেই সময় তার বাড়িতে পরিবারের কেউ না থাকলেও নূর সেলিম নামে তার এক বন্ধু ছিল। বন্ধুর সাথেই প্রেমিকাকে সহবাস করার জন্য জোর করে আনিসুর। রাজি না হলে জোর করে অভিযুক্ত প্রেমিক ও তার বন্ধু ধর্ষণ করে তাকে। অভিযোগ এরপর আরও তিন বন্ধুকে ফোন করে ডেকে আনে আনিসুর। তারাও একের পর এক ধর্ষণ করে ওই তরুণীকে। মুখে কাপড় বেঁধে এই নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। তবে পুলিশ জানিয়েছে আনিসুর রহমান ও নূর সেলিমের বিরুদ্ধেই বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী। ধৃতদেরকে সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে নির্যাতিতা তরুণীর এদিন গোপন জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়েছে আদালতে।

সঞ্জয় রাউথের জন্য রাজ্যে সরকার গড়তে দেরি হচ্ছে, দাবি রবি রাণার

মুম্বই, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : সঞ্জয় রাউথের উপর লাগাম টানার জন্য শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরকে সক্রিয় হওয়া উচিত। শিবসেনা মুখপাত্রের লাগামছাড়া মন্তব্যের জেরে বিজেপি-শিবসেনা জোট সরকার গড়তে দেরি হচ্ছে বলে সোমবার জানিয়েছেন বাডনেরা নির্দল বিধায়ক রবি রাণা।

এদিন রাজ্যপাল ভগত সিং কৌশয়ারির সঙ্গে সাক্ষাত করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রবি রাণা জানিয়েছেন, বিজেপির সঙ্গে জোট করে লড়াই করার জন্যই ৫৬টি আসন পেয়েছে শিবসেনা। একক ভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামলে শিবসেনা ২৫-এর থেকেও কম আসন পেত। বিজেপিকে সমর্থনকারি নির্দল বিধায়ক রবি রাণা দাবি করেছেন শীঘ্রই দেবেন্দ্র ফড়নবিশের নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে মুখ্যমন্ত্রীর পদে দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে দেখতে চেয়ে সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে।

পড়াশোনার জন্য বকেছিলেন বাবা-মা, অভিমানে আত্মঘাতী ছাত্র

নৈহাটি, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনা নৈহাটির বিজয়নগরে পড়াশোনার জন্য বকেছিলেন বাবা-মা। তাতেই অভিমানে আত্মঘাতী হল ক্লাস এইটের ছাত্র। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি সোমবার সকালে।

পুলিশসূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকালে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া পারেনি মহেন্দ্র স্কুলের ছাত্র দেবজ্যোতি দত্ত। গৃহশিক্ষক সে কথা তার মা বাবাকে জানালে দেবজ্যোতিকে বকাঝকা করেন তাঁরা। এরপর তাকে জলখাবার খেতে বললে, না খেয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় সে। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পরেও দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় তার মার। প্রতিবেশীদের ডেকে নিয়ে আসেন তিনি। এরপর দরজা ভাঙতে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলতে দেখা যায় দেবজ্যোতিকে। সঙ্গে সঙ্গে নৈহাটির রাজেন্দ্রপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেখানে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে গোটা এলাকায়।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জায়গা করে নিলো সম্রাটের "দুর্গা দলিল"

কলকাতা,৪ নভেম্বর (হি.স.):বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজো ঊবাঙালি সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে দুর্গা পুজোর জন্য ঊ পাশাপশি সিনেপ্রেমীদের প্রতিবছর অপেক্ষা করে থাকে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (কেআইএফএফ)-র জন্য ঊ আর এই বছর ২৫ বছরে পা দেবে কেআইএফএফ ঊ যা নিয়ে উৎসাহ আরও বেশি ঊ অন্যদিকে এই বছর কেআইএফএফ —এর তালিকায় জায়গা করে নিল পরিচালক সম্রাট চট্টোপাধ্যায়ের "দুর্গা দলিল"।

"দুর্গা দলিল" ছবিটি দুর্গা উৎসবের ইতিহাস থেকে সূত্রপাত সবটাই বলবে ঊ তবে,সবটাই বলবে এক ডকুমেন্টটারী রূপে ঊ দুর্গা পুজো কার হাত ধরে শুরু হয়েছিল কবে শুরু হয়েছিল সবটাই জানা যাবে এই ছবির মাধ্যমে ঊ আগামী নভেম্বরের ৮ তারিখ নন্দনে শুরু হবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ঊ আর ১০ নভেম্বর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্ক্রিনিং হবে "দুর্গা দলিল" -এর ঊ ১৫ নভেম্বর শেষ হবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।

নিজেকে চরমপন্থী মানবতাবাদী বলতেই ভালবাসন অপর্ণা সেন

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : নিজেকে চরমপন্থী মানবতাবাদী হিসেবে বলতে ভালবাসেন বলে জানিয়েছেন বর্ষীয়ায় অভিনেত্রী ও পরিচালক অপর্ণা সেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ইস্যুভিত্তিক হওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি।

কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অপর্ণা সেন জানিয়েছেন, 'প্রাথমিক ভাবে আমি একজন চরমপন্থী মানবতাবাদী। ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। ইস্যুভিত্তিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী হওয়ায় কখন কোনও রাজনৈতিক দল বা সংগঠনকে সমর্থন করিনি।'

বর্তমানে ভারতের রাজনৈতিক মহলে সিওডো সেকুলার বা মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার কথাটির খুব চল হয়েছে সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, সংখ্যালঘুদের হয়ে কথা বললেই সিওডো সেকুলার বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দলিতদের উপর নির্যাতন হলেও তিনি সরব হয়েছেন বলে জানিয়েছেন অপর্ণা সেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে জিয়াগঞ্জে শিক্ষক দম্পতির হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সরব হওয়াই হোক বা প্রধানমন্ত্রীকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে লেখা খোলা চিঠি হোক। সব বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। এরপরেও নিজেকে পেশাদারি প্রতিবাদী বলতে নারাজ অপর্ণা সেন। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, মানুষ মনস্তত্বকে সিনেমার মাধ্যমেই ফুটিয়ে তুলতে চান।

সুপ্রিয়ার থেকেই অভিনয় শিখেছেন নাতি শন

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : অভিনয়ের দক্ষতায় বেশ এগিয়ে শন বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ তবে অভিনেতা শনের আরও একটি পরিচয় সে অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীর নাতি ঊ আর অভিনয় যে সুপ্রিয়া দেবীর থেকেই শিখেছেন শন তা অকপট স্বীকার করলেন অভিনেতা । সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অভিনেতা লিখেছেন, 'অভিনয়ে আসার প্রেরণা পেয়েছি দিদা সুপ্রিয়া দেবীর থেকেঊ আমার দিদাই আমায় সব কিছু শিখিয়েছেঊ এমনকি, কীভাবে তাকে ছাড়া বাঁচতে হয়, সেটিও

ছয়ের পাতায়

সোমবার ক্যামিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোর উদ্যোগে প্লাস্টিক বর্জনের উপর প্রচার কর্মসূচি আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

কাশ্মীরে শ্রমিকদের মৃত্যুর প্রতিবাদে মোমবাতি মিছিল

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স): কাশ্মীরে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের মৃত্যুর প্রতিবাদে কলকাতায় সোমবার মোমবাতি মিছিল করল যুব তৃণমূল। রাজ্যের নারী কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজার নেতৃত্বে বিড়লা তারামণ্ডল থেকে শুরু হয় মিছিল। গান্ধীমূর্তির পাদদেশে শেষ হয় পদযাত্রা।

মিছিল থেকে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে রাজ্যের নারী কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'শ্রমিকদের মৃত্যু নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই কেন্দ্রের। কিন্তু আমরা এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত চাই।' এখন লাখ টাকার প্রশ্ন একটাই। আর কী কাশ্মীরে যেতে চান শ্রমিকরা ? আতঙ্কিত মুখে তাঁদের একটাই উত্তর, 'পেটের টানে হয়তো যেতেই হবে। কিন্তু মন থেকে আর যেতে চাই না। রাজ্য সরকার রোজগারের ব্যবস্থা করলে যেতাম না।'এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কাশ্মীরে যেভাবে বাংলার ৫ জন শ্রমিককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় শুধু ধিক্কারই নয়, নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি আমরা। এই ঘটনায় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই দাবিকে সামনে রেখেই বিড়লা তারামণ্ডল থেকে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত মোমবাতি মিছিল করা হল'।

কাশ্মীরে শ্রমিকদের খুনের ঘটনায় 'কড়া তদন্তে'র দাবি জানিয়ে সোচ্চার হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এই ঘটনার তদন্ত করে সত্য উদঘাটন করা হোক'। পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, 'সারা দেশে যেভাবে বাঙালিদের টার্গেট করা হচ্ছে, তাতে মুখ্যমন্ত্রী ব্যথিত। কাউকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, কাউকে গুলি করে মারা হচ্ছে। খুব উদ্বেগের বিষয় এটা। কাশ্মীরে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের কেন সুরক্ষা দেওয়া হবে না ?'

সোমবার সারা রাজ্যে ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘ এক দিবসীয় গণ ধর্না প্রদর্শন করে। ছবি- নিজস্ব।

আগামী ২৪ ঘণ্টা রাজ্যের আবহাওয়া রোদ ঝলমলে

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স): আগামী ২৪ ঘণ্টা রাজ্যের আবহাওয়া রোদ ঝলমলে। তবে,নিম্নচাপের প্রভাবে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যে। সপ্তাহান্তে নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি হতে পারে এরাজ্য ও ওড়িশার উপকূলবর্তি জেলাগুলোতে। আন্দামান সাগরের ওই নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে ঢুকবে গভীর নিম্নচাপ হয়ে । তার জেরে সপ্তাহ শেষে বৃষ্টি হবার সম্ভবনা ।আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে আন্দামান সাগরে। আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে অবস্থান করতে পারে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে। এর জেরে সাপ্তাহের শেষে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ওড়িশা ও অন্ধ্র উপকূলে। এর প্রভাব পড়বে এরাজ্যেও। সতর্কতা হিসেবে আন্দামান উপকূলে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে মৎসজীবীদের। তবে আগামী ২৪ ঘণ্টা রাজ্যের আবহাওয়া রোদ ঝলমলে থাকবে বলে আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে। সকালে সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেও বেলা বাড়লে আর্দতাজনিত অস্বস্তি থাকবে।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আন্দামান সাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরির প্রবল সম্ভাবনা। যদিও আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এ রাজ্যে তার কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই জানিয়েছেন তিনি। যদিও বিশেষজ্ঞদের কথায়, পরোক্ষ প্রভাবে আগামীকাল থেকে বাংলার আকাশে মেঘ ঢুকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা। ফল, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে দু'-তিন ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে। আলিপুর আবহাওযা দফতর সূত্রে খবর, মেঘ কাটলেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন উত্তর-পশ্চিম বাতাস বইতে শুরু করবে। আর তার হাত ধরেই আসবে শীত। এখন সকালে হালকা শীত শীত ভাব থাকলেও এখনই শীত পড়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কবে শীত পড়বে তা এখনই স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। কারণ আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। মঙ্গলবার কলকাতার আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন,২২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি । বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৬ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৫৩ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী, পিছিয়ে গেল কোচবিহারের রাসমেলা

কোচবিহার, ৪ নভেম্বর (হি.স): উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী, তাই দু''দিন পিছিয়ে গেল কোচবিহারের রাসমেলা। তবে রাস উৎসব শুরু হবে যথাসময়ে বলে জানিয়েছেন মেলা কর্তৃপক্ষ। আগামী ১৩ নভেম্বর রাসমেলা উপলক্ষ্যে কোচবিহারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন মুখ্যমন্ত্রী রাসমেলার উদ্বোধন করবেন। আজ এই নিয়ে কোচবিহারের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনা করে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ জানান, রাসমেলার উদ্বোধন দু''দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিকই। তবে, রাস উৎসবের সূচনায় কোনও পরিবর্তন আসছে না। নিয়ম মেনে ১১ নভেম্বর রাস পূর্ণিমাতেই মদনমোহন বাড়িতে উৎসবের সূচনা হবে। উৎসবের সূচনা করবেন কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলাশাসক পবন কাদিয়ান।

আরসিইপি-র বিরোধিতায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি. স.): রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকনমিক পার্টনারশিপের (আরসিইপি)-র বিরোধিতায় সোমবার এক বিক্ষোভ সমাবেশ হয় কলকাতায়ঊ অল ইন্ডিয়া কিষান সংঘর্ষ সমন্বয় সমিতির (এআইকেএসসিসি) আহ্বানে বাংলার কয়েকশো কৃষক ও খেত-মজুররা আজ একত্রিত হয়েছিলেন।

আরসিইপি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে কৃষিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার আজ এই বিক্ষোভের আহ্বান জানিয়েছিল। এআইকেএসসিসি-র নেতৃত্বে কৃষকরা আজ ভারতের ৫০০ জেলা ও উপ-জেলা সদরে আরসিইপি-র কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন।

এআইকেএসসিসি প্রতিনিধিরা বলেন, প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে যে বাণিজ্যমন্ত্রী ৯ দিন ধরে ব্যাংককে থেকে আরসিইপি-র চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করেনঊ প্রধানমন্ত্রী তা সাক্ষর করতে ব্যাংককে গেছেন কিন্তু কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ বিরোধীতার প্রভাবে প্রধানমন্ত্রী সাময়িকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করার থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এটি দেশের কৃষকদের, শ্রমিকদের, ছোট ব্যবসায়ীদের ও সাধারণ মানুষের জয়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে আরসিইপি-র বিপদ অব্যাহত রয়েছেঊ কারণ ঘোষণা করা হয়েছে যে আরসিইপি চুক্তিতে স্বাক্ষরদান ২০২০-র ফেব্রুয়ারিতে ভিয়েতনামে সম্পন্ন হবে।

আশংকার আরও কারণ হল, কৃষিকে বাঁচানো বা কৃষক ও অন্য প্রাথমিক উৎপাদকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, ভারতের চুক্তি না সাক্ষর করার কারণ রফতানির জন্য ছাড়, শুল্ক হ্রাস, 'অটো-ট্রিগার' প্রক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার জন্য আরও সময় চায় ভারতঊ দুধ ও অন্যান্য কৃষিজাত সামগ্রী আমদানি রোধের যে বিষয়গুলি নিয়ে কৃষকরা উদ্বিগ্ন, সে বিষয়গুলি ভারত সরকার উত্থাপন পর্যন্ত করেনি। এই চুক্তি বিশেষভাবে কয়েকটি বাণিজ্যিক সংস্থা ও ক্ষেত্রকে অবশ্যই সাহায্য করবেঊ প্রভূত ক্ষতি হবে ভারতের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর।

নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে চোরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা পাঁচগ্রামে

পাঁচগ্রাম (অসম), ৪ নভেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার পাঁচগ্রামে অবস্থিত কাছাড় কাগজ কলে নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে এক চোরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বিরাজ করছে জেলার স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলিতে। উত্তাল পাঁচগ্রাম এলাকা।

দু বছরের বেশি বন্ধ কাছাড় কাগজ কলে রবিবার রাতের অন্ধকারে চুরি করতে এসেছিল ছয়-সাত জনের এক চোরের দল। কাগজ কলের নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি একটি কোম্পানির জওয়ানরা চোরের দলকে বাধা দেন। বাধা পেয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের এপর আক্রমণ করে বসো চোরের দলটি। আত্মরক্ষায় নিরাপত্তারক্ষীরা পালটা গুলি চালান। নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে ধরাশায়ী হয় এক চোর। তাকে জনৈক মণির উদ্দিন লস্কর বলে শনাক্ত করা হয়েছে। মণির পাঁচগ্রামের অদূরে হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত আলগাপুর বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার দক্ষিণ বদরপুর গ্রামে।

এদিকে এ ঘটনার পর আজ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পাঁচগ্রাম, আলগাপুর-সহ সংলগ্ন। স্থানীয়দের দাবি নিহত যুবক মণির উদ্দিন গরু চরাতে পেপারমিল এলাকায় প্রবেশ করেছিল। এরা নিহত যুবকের নিকট আত্মীয়দের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। গোটা পাঁচগ্রাম এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশ ও সিআরপিএফ।

নবীন প্রজন্মকে বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী করতে শুরু হল ‘বিজ্ঞান সমাগম’ প্রদর্শনী

কলকাতা, ৪ নভেম্বর(হি.স.): এখনকার নবীন প্রজন্ম কেন ক্রমে বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে তা খতিয়ে দেখতে এবং নবীন প্রজন্মদের মধ্যে বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি তুলে ধরতে ‘বিজ্ঞান সমাগম’ প্রদর্শনী শুরু হল সাইন্স সিটিতে। পাশাপাশি আগামী দিনে নবীন প্রজন্মরা বিজ্ঞানকে নিজেদের কেরিয়ার হিসেবে বাছতে ভয় না পেয়ে বরং যাতে আগ্রহের সাথে এই বিষয়টিকে বেছে নেয় সেই উদ্দেশ্যেও এই প্রদর্শনী বলেই জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাঊ ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটোমিক এনার্জি, ডিপার্টমেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামের সঙ্গে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক যৌথভাবে আয়োজন করেছে এই প্রদর্শনীর। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী। প্রদর্শনী চলাকালীন প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকবে প্রেক্ষাগৃহ।

সোমবার এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, ডিপার্টমেন্ট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজির কর্মকর্তা প্রবীর আস্থানা, অরুন শ্রীবাস্তব, এনসিএসএম-র ডিরেক্টর এ ডি চৌধুরী, অধ্যাপক আশুতোষ শর্মাঊ এছাড়াও এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও ভূ-বিজ্ঞান বিভাগের মন্ত্রী হর্ষবর্ধন। মন্ত্রী জানান, “২০১৫ তে প্রথম এই বিজ্ঞানভিত্তিক প্রদর্শনী শুরু হয়েছিলঊ ধীরে ধীরে এখন তা প্রথম জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে পরিনত হয়েছে।চলতি বছরে ভারতের বুকে এই নিয়ে তিনবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘বিজ্ঞান সমাগম’ঊ প্রথমে এই প্রদর্শনী হয় মুম্বাইতেঊ সেখান থেকে তা যায় বেঙ্গালুরুতেঊ এবার তৃতীয় বারের জন্য তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কলকাতার সাইন্স সিটিতে। এরপর তা যাবে দিল্লির ন্যাশনাল সায়েন্স সেন্টার-এ। উদ্বোধকদের পাশাপাশি এদিন সাইন্স সিটির ডিরেক্টর শুভব্রত চৌধুরী জানান, “সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলা এই অনুষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। সারা বিশ্বের নানা প্রকল্পে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা কিভাবে কাজ করে চলেছেন তার একটি ধারণা পাওয়া যাবে এখান থেকে। এছাড়াও সারা বিশ্বের যে সকল উল্লেখযোগ্য প্রকল্পে ভারতের অংশগ্রহণ রয়েছে, সেই সব প্রকল্পের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এখানে। শুভব্রতবাবু আরও জানান, “এই প্রথম একই ছাতার তলায় নিয়ে আসা হল বিজ্ঞানের চর্চা, আবিষ্কার, প্রয়োগ, আগ্রহ এবং শিল্পক্ষেত্র বা শিল্পের ভিত্তিগুলিকে। শিশুদের জন্যেও এখানে থাকছে নানা আয়োজন। মাইক্রো থেকে ম্যাক্রো-এই দুই স্তরে থাকছে প্রদর্শনী। পাশাপাশি থাকছে মডেল, কুইজ, বিজ্ঞানের আলোচনাঊ” প্রদর্শনী চলাকালীন প্রতিদিন সেখানে বিভিন্ন নামী বিজ্ঞানীদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগও থাকবে বলে এদিন জানান তিনিঊ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স, বোস ইন্সটিটিউট সহ শহরের আরও আটটি বৈজ্ঞানিক সংস্থার থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্ররা এসে এই প্রদর্শনীর বিভিন্ন প্রযুক্তিগুলিকে ব্যাখ্যা সহকারে বোঝাবে সাধারন মানুষদের।

দুর্ভোগ চরমে

আটের পাতার পর

চলাচল করায় এসবের খেসারত আজ গুণতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেও।এতো স্থানীয় জনমনে স্বাভাবিক ভাবে নানা ক্ষোভ বিরাজ করছে।যে কোনোও মুহূর্তে ভেঙ্গে যেতে পারে ওই দুর্বল ব্রিজটি।এক কথায় বিপদজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেকালের লোহার তৈরী শনিছড়ার সেতুটি।প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ গত দুদিন আগে ত্রিপুরায় প্রবেশের মুখে একটি চল্লিশ টনের অধিক ওজনের আঠারো চাকা বিশিষ্ট লোহার পাইপ বোঝাই টেইলার গাড়ি উক্ত ব্রিজ পার করতে গিয়ে ব্রিজের এপ্রোচে পৌছে লাইন আউট হয়ে যাওয়াতে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।ফলে দুটি রাজ্যের লাইফ লাইন রুপে চিহ্নিত আট নং জাতীয় সড়কটিতে বর্তমানে ভারি যান বাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।অবশ্য পাশ দিয়ে হালকা যাত্রীবাহি যান বাহন ঝুকি নিয়ে চলাচল করছে।এতে বর্তমানে ব্রীজের দু”ধারে শত শত পণ্যবাহী লরি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রয়েছে।স্থানীয় জনগনের অভিযোগ এলাকার অন্য রুটে ভারি যান বাহন চলাচলের ব্যবস্থা থাকলেও ত্রিপুজরা ও অসমের দুটি সীমান্ত চেক গেটের বিভিন্ন দালালরা দীর্ঘদিন ধরে এ রুটে প্রশাসনকে টাকার মাধ্যমে ম্যানেজ করে বিকল সেতুতে ভারি যান বাহন পারপার করে আসছিল।দালালরা লরি প্রতি দশ থেকে বারো হাজার টাকা পর্য্যন্ত আদায় করছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।এদের বিরুদ্ধে আজ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় সমস্যাগ্রস্থরা।সমস্যা নিরসনে এলাকার জনগন শনিছড়াতে নির্মিয়মান নতুন পাঁকা সেতুটি দ্রুত সম্পন্ন করতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ পুর্ত বিভাগের মহামহিমদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পঞ্চম ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসবে ৪টি গিনেস ওয়ার্ল্ রেকর্ড হতে চলেছে

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি. স.): পঞ্চম ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসব আগামীকাল কলকাতায় শুরু হচ্ছে। চার দিনের এই উৎসবে অন্তত ৪টি গিনেস ওয়ার্ল্ রেকর্ডের পরিকল্পনা রয়েছে। আগামীকাল উৎসবের প্রথম দিন বৃহত্তম অ্যাস্ট্রোফিজিক্স শিক্ষণ এবং নভঃশ্চররা যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা স্পেকট্রোস্কোপ ব্যবহার করেন, তা নিয়ে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে ১ হাজার ৭৫০ জনেরও বেশি পড়ুয়া অংশ নেবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত কোনও বস্তুর তাপমাত্রা, রাসায়নিক গঠন প্রভৃতি বিশ্লেষণের জন্য স্পেকট্রোস্কোপ ব্যবহার করা হয়। কার্ডবোর্ড দিয়ে বক্স বানিয়ে যে কেউ সহজেই আধুনিকতম স্পেকট্রোস্কোপের ক্ষুদ্র সংস্করণ নির্মাণ করতে পারে। স্পেকট্রোস্কোপের এই ক্ষুদ্র সংস্করণে একটি ছোট জানালা থাকবে, যেখান দিয়ে আলো ঢুকতে পারবে। স্পেকট্রোস্কোপের ক্ষুদ্র সংস্করণ তৈরি করার এই উদ্যোগ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ও সিভি রমণ-কে উৎসর্গ করা হ'ল।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন বুধবার ইলেক্ট্রনিক্স শিক্ষণ এবং অপ্টিক্যাল মিডিয়া কম্যুনিকেশন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে ৯৫০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী অংশ নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। ইনফ্রারেড সংকেত, যা ওয়্যারলেস ইনফ্রারেড যোগাযোগ হিসাবে পরিচিত, তা দিয়ে আলোক প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে যোগাযোগের ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসাবে নিকটবর্তী ইনফ্রারেড ব্র্যান্ডের সংযোগ স্থাপন করা হবে। ইনফ্রারেড ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে যোগাযোগ স্থাপনের এ ধরনের প্রয়াস বিশিষ্ট বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করা হচ্ছে।

উৎসবের তৃতীয় দিন ৭ নভেম্বর রেডিও সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির বৈজ্ঞানিক উপায়ে একত্রীকরণের জন্য যে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে, তাতে ৪০০-রও বেশি ছাত্রছাত্রী অংশ নেবে। বিভিন্ন তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মতো রেডিও তরঙ্গও খালি জায়গায় আলোর গতিতে প্রবাহিত হয়। ট্রান্সমিটার থেকে কৃত্রিম উপায়ে রেডিও তরঙ্গ তৈরি হয়। এর পর, এই তরঙ্গ রেডিও বা বেতারের অ্যান্টেনায় ধরা পড়ে। এই কর্মসূচিকে প্রবাদপ্রতীম বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করা হবে।

বিজ্ঞান উৎসবের শেষ দিন অর্থাৎ ৮ নভেম্বর মানব ক্রোমোজমের একটি সর্ববৃহৎ প্রতিবিম্ব গড়ে তোলার চেষ্টা হবে।

সোপর্দ করল পুলিশ

আটের পাতার পর

গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।ধৃতদের জবানবন্দিতে নানা অসংগতি দেখে ধন্ধে পড়েছে অসম পুলিশ।এমন খবরে অসম ত্রিপুরা উভয় সীমান্তে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।ওরা কি করে বিনা কাগজে বাংলাদেশের সীমান্ত টপকে ভারতে প্রবেশ করল?পরে খবর পেয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে ধৃতদের টানা জিঙ্গাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন বাজারিছড়া থানার ওসি বিএন মালসেম থিক।তবে ধৃত তিন নাইজেরিয়ানদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য আদায়ে পুলিশ সমর্থ হয়নি বলে জানা গেছে।এ মর্মে আসাম চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের ইনচার্জ মিন্টু শীল জানান যে, উনাদের কাছে গোপন খবর ছিল যে একটি নৈশ্য বাস দিয়ে বাংলাদেশী নাগরিক অসমে প্রবেশ করছে। সেই গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আসাম ত্রিপুরা সীমান্তের আসাম চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের নাকা পয়েন্টে শেরাওয়ালি ট্রেভেলসের একটি নৈশ বাসে তল্লাশি চালিয়ে তিনজন নাইজেরিয়া নাগরিককে আটক করতে সক্ষম হন।ধৃতদের মধ্যে রয়েছে ইগানিয়াস ওয়াকার সহ ইগানিয়াস ডোপিস ও মেনিমার্চ চিনরোস নামের তিন নাইজেরিয়ান নাগরিক।তাদের বাড়ি নাইজেরিয়া এনাম শহরের পোষ্ট অফিস রোড ইডো ষ্টেটে।তাদের প্রত্যেকের বয়স ত্রিশের মধ্যে। তাদের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল, তিনটি ব্যাগ এবং দুটি পাসপোর্ট ও একটি নাইজেরিয়া দেশের নাগরিকের প্রমাণপত্র উদ্ধার হয়েছে।ইনচার্জ মিন্টু শীল আরো জানান, বাংলাদেশের এক দালাল তিন নাইজেরিয়া নাগরিককে অবৈধভাবে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করিয়েছে।ওরা নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা না বোঝায় তাদের জবানবন্দি নিতে পুলিশকে নানা অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছে।

এদিকেনৈশ্য বাছ চালক জানিয়েছে ৭৫০ টাকা ভাড়ার বিনিময়ে তিনজন নাইজেরিয়া নাগরিককে আগরতলার চন্দ্রপুর আইএসবিটি থেকে গৌহাটি নিয়ে যাচ্ছিলো।

তবে ওদের কাছে ভারতে প্রবেশের জন্য বৈধ্য কাগজ পত্র না থাকায় আসাম পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে ধৃত তিন নাইজেরিয়ার নাগরিককে সোমবার অসমের করিমগঞ্জ সিজেএম আদালতে সোপর্দ করা হয়।

নাতি শন

পাচের পাতার পর

শিখিয়ে দিয়েছে দিদাই’। ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন অভিনেতা শনঊ তার অভিনয় ও চেহারায় টলিপাড়ার চকলেট বয় হিসাবেও খ্যাত তিনি ।

ওবায়দুল কাদের

তিনের পাতার পর

সরকারিভাবে কোনো সমস্যা না হয়, আমাদের তো সমস্যা বা অসুবিধা নাই। আমাদের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অলরেডি মিডিয়াকে বলেছেন বিষয়টি। এ সময়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাংগঠনিক সম্পাদক আ ফ ম বাহা উদ্দিন নাছিম, দপ্তর সম্পাদক ড় আবদুস সোবহান গোলাপ, আওয়ামী লীগ নেতা মির্জা আজম, ঢাকা মহানগর দণি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. দিলীপ রায়, কৃষক লীগের সভাপতি মোতাহার হোসেন মোল্লা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হাছান মাহমুদ

তিনের পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন।

ড় হাছান বলেন, মানুষ রাজনীতি করে দেশ ও জনগণের জন্য। আর বিএনপি রাজনীতি করছে বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে।তিনি আরো বলেন, দেশ ও জনেগণর কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাস দুর্নীতি ও মাদক বিরোধী অভিযান শুরু করেছেন। এটা অব্যাহত থাকবে। অপরাধী যে দলেরই হোক তারা ছাড়া পাবে না।সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে হাছান মাহমুদ বলেন,ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের শাস্তির বিষয়টি ক্রীড়াঅঙ্গনের বিষয়। তবে ব্যাক্তিগতভাবে আমার কাছে মনে হয়েছে তার শাস্তিটা বেশী হয়ে গেছে।

এইচ টি ইমাম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দ নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি দেশ ও দেশের মানুষকে নিয়ে চিন্তা করেন। সে কারণে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক

তিনের পাতার পর

বড় লোক হতে চায়, যারা মাদক বিক্রি করে, মাদক পাচার করে, যেসব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী দুর্নীতি করে, আমি তাদের অনুরোধ করব, আপনারা দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়নের পথ বন্ধ করে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করেন। তাহলে গ্রেপ্তার হতে হবে না, সামাজিক মর্যাদাও বাড়বে। আজকে যারা ক্যাসিনো অভিযোগে অভিযুক্ত, তারা যদি ক্যাসিনো না করে কৃষি কাজ করতো তাহলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়তো। কৃষি একটা মর্যাদাপূর্ণ পেশা। এই পেশার সম্ভাবনা আরও বাড়বে বলে আমি মনে করি।যুবলীগের নেতাদের চাঁদাবাজি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার অসন্তোষ প্রকাশ পাওয়ার পর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকার বিভিন্ন ক্রীড়া কাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান শুরু হয়। সেই অভিযানে কাবগুলোতে মদ ও জুয়ার বিপুল আয়োজন পাওয়া যায়। এসব আয়োজনের সঙ্গে যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা জড়িত ছিলেন, যাদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।কৃষির জাতীয়করণ ও আধুনিকরণে সরকারের হাতকে শক্তিশালী করতে কৃষক লীগের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

কৃষক লীগের সভাপতি মোতাহার হোসেন মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার শামসুল হক রেজাসহ কেন্দ্রীয় নেতানরা বক্তব্য রাখেন।

কর্তারপুরের কাছে খালিস্তানি জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ শিবির খুলেছে আইএসআই, দাবি গোয়েন্দা রিপোর্ট

চণ্ডীগড়, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : কর্তারপুরের পার্শবর্তী এলাকায় খালিস্তানি জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ শিবির খুলেছে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। গোয়েন্দা রিপোর্টের এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে।

গোয়েন্দা রিপোর্টে জানা গিয়েছে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের নরোবাল জেলায় অবস্থিত কর্তারপুরসাহিব গুরুদ্বার। ভারতের শিখ ধর্মাবলম্বীরা যাতে কর্তারপুর যেতে পারে সেই জন্য শীঘ্রই খোলা হবে কর্তারপুর করিডোর। কিন্তু তাঁর আগেই গোয়েন্দা রিপোর্টে জানা গিয়েছে নরোবাল জুড়ে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য শিবির খোলা হয়েছে। সেই শিবিরগুলিতে খালিস্তানি জঙ্গিদেরও প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। কর্তারপুর করিডোর খুললে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ভারত থেকে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের সংস্পর্শে এসে নাশকতা মূলক কাণ্ড ঘটাতে পারে। করিডোর খুললে মাদকপাচারকারিরা সক্রিয় হয়ে উঠবে। এমনকি দেশবিরোধী শক্তিগুলিও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে কর্তারপুর করিডোর ভারতের পঞ্জাব রাজ্যের গুরুদাসপুর জেলায় অবস্থিত ডেরা বাবা নানক সাহিবের সঙ্গে পাকিস্তানের পঞ্জাবের প্রদেশের নরোবাল জেলার কর্তারপুর সাহিব গুরুদ্বারকে যুক্ত করে।

সোমবার পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, কর্তারপুর করিডোর খোলাটা পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর এজেন্ডা হতে পারে। শিখদের ভাবাবেগকে প্রভাবিত করার কোন ষড়যন্ত্র হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতের সতর্ক হওয়া উচিত। রেফারেন্ডার ২০২০-কে সফল করার উদ্দেশ্য হতে পারে।

শীঘ্রই মহারাষ্ট্রে সরকার গড়বে বিজেপি-শিবসেনা জোট : চন্দ্রকান্ত পাটিল

মহারাষ্ট্র, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : শীঘ্রই মহারাষ্ট্রে সরকার গড়বে বিজেপি-শিবসেনা জোট। সরকার গড়া নিয়ে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে, তা দূর করার জন্য বৈঠকে বসবে দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং উদ্ধব ঠাকরে বলে সোমবার জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাটিল। সোমবার চন্দ্রকান্ত পাটিল জানিয়েছেন, নিজের মতামত ব্যক্ত করার জন্য গণতন্ত্রে সবার অধিকার রয়েছে। সবকটি রাজনৈতিক দলই নিজের বক্তব্য রাখতেই পারে। শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউথের সম্পর্কে বলতে গিয়ে চন্দ্রকান্ত পাটিল জানিয়েছেন, শব্দ প্রয়োগের সঠিক ভাবে করা প্রয়োজন। তাই শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংযমী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এদিন অপর এক বিজেপি নেতা রাওসাহেব দানভে জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্র শীঘ্রই বিজেপি ও শিবসেনা রাজ্যে সরকার গড়বে। শিবসেনা-বিজেপি জোটের পক্ষে রায় দিয়েছে রাজ্যবাসী। জনগণও চায় রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমটায় আসুক। বিজেপি-শিবসেনার বন্ধুত্ব প্রায় ২৫ বছরের পুরনো। বাল সাহেব ঠাকরে যে নীতি তৈরি করে গিয়েছিলেন, তার উপর ভিত্তি করেই এই জোট গড়ে উঠেছে। ২০১৪ সালের নির্বাচন বাদ দিলে শিবসেনা-বিজেপি বরাবরই হাতেহাত ধরে চলেছে।

বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ভিজিল্যান্স এওয়ারনেস অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,০২ নভেম্বর।। টিজিবিআরএসইটিআই এর উদ্যোগে শনিবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে একটি ভিজিল্যান্স এওয়ারনেস এর অনুষ্ঠান করা হয়। স্কুলের সব শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। অক্টোবর মাসের ২৮ তারিখ থেকে যে সপ্তাহ শুরু হয়, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত টিজিবিআরএসইটিআই এর উদ্যোগে অনেক ধরনের কর্মসূচী নেওয়া হয়। আজকে এর শেষ দিন। এর অঙ্গ হিসেবে একটি মানববন্ধন তৈরী করা হয় ও অখণ্ডতা অঙ্গীকার করা হয়।

টিজিবিআরএসইটিআহ মুলত একটি ট্রেনিং সংস্থা। এর উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং প্রোগ্রাম করানো হয়। এই সংস্থার ডিরেক্টরী প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী জানান যে ট্রেনিং প্রোগ্রাম গুলি ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এর দ্বারা অনুমোদিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই সংস্থা টি ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এর দ্বারা চালিত একমাত্র সংস্থা যেখানে স্বাবলম্বী হবার ট্রেনিং করানো হয়। এখানে ট্রেনিং করার পর বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে বেকার দের জন্য লোন এর প্রস্তাব ও পাঠানো হয়। তার পর ব্যাংক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাদের লোন এর জন্য নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা করে থাকে।

সাহায্য

● প্রথম পাতার পর

বলেন তিনি।

কুমার অলোকের দাবি, শরণার্থী জীবনে কারোর কোনও ভবিষ্যত নেই। শরণার্থীদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তাদের মিজোরামে ফিরে যাওয়া উচিত। এদিন তিনি বলেন, ব্রু নেতারা স্থানীয় সমস্যার প্রসঙ্গ তুলেছেন। মিজোরামে গিয়েই ওই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় ভিত্তিক কমিটি এবং জেলা ভিত্তিক কমিটি মিলে সমস্যার সমাধান করবে, জানান তিনি।

এদিন কাঞ্চনপুর মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য জানিয়েছেন, রেশন সামগ্রী বন্ধ থাকার কারণে এখন কেন্দ্রীয় সরকার রিয়াং শরণার্থীদের ২৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত সহায়তার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই টাকা তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। কিন্তু ৫ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বরের মধ্যে যারা মিজোরামে ফিরে যাবেন ওই শরণার্থীদের অতিরিক্ত অর্থের সহায়তা দেওয়া হবে।

এদিন বৈঠক শেষে ব্রু নেতা ব্রুনো মিশা বলেন, ত্রিপুরা সরকার অবরোধ তুলে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। এ-বিষয়ে সমস্ত সংগঠনের নেতাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

পূর্ণ করতে দীর্ঘদিন যাবৎ স্কুলের ক্ষুদে ছাত্রদের তার যৌন লালসার শিকার হতে হয়। লজ্জায় ভয়ে এতদিন কেউ তার বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি। এবার তার মুখোশ উন্মোচিত হল।

উকাপা স্বশাসিত পরিষদে চালু হল প্রতি সোমবার নিজস্ব পরম্পরাগত পোশাক পরিধান

হাফলং (অসম), ৪ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে সোমবার থেকে চালু হল নতুন নিয়ম। আজ থেকে কার্যকরী হল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত পোশাক পরিধান। এখন থেকে প্রতি সোমবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের নর্মাল সেক্টরের কর্মী ও পার্বত্য পরিষদের অধীনস্থ বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের কর্মচারীদের প্রতি সোমবার নিজ নিজ পরম্পরাগত পোশাক পরিধান করে কার্যালয়ে উপস্থিত হতে হবে।

আজ প্রথম দিন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ সচিবালয় ও পরিষদের অধীনস্থ বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের কর্মচারী নিজেদের পরম্পরাগত পোশাক পরে উপস্থিত হয়েছেন। কার্যালয়ে ডিমাসা, নাগা, মার, কুকি, বেইতে, রাংখল, বাঙালি, নেপালি, অসমিয়া, সব জাতি-জনগোষ্ঠীর কর্মচারীরা সোমবার নিজেদের পরম্পরাগত পোশাক পরেই কার্যালয়ে উপস্থিত হয়েছেন। এদিকে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধ্যক্ষ রানু লাংথাসা ও ইএম গলোঞ্জ থাওসেন নিজ নিজ পরম্পরাগত পোশাক পরিধান করে নিজ কার্যালয়ে উপস্থিত হন।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা সরকারি কাজে জেলার বাইরে ছিলেন।

রাজ্যের

● প্রথম পাতার পর

থেকে বাড়িয়ে ৩ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, শারীরিকভাবে নির্যাতিতা বালিকাদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, ত্রিপুরা ভিকটিম কমপেনসেশন স্কিম অনুসারে মানব পাচারের শিকার ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ক্ষতিপূরণ ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, যৌন নির্যাতনের শিকার কোনও মহিলা বা বালিকার মত্যু হলে ক্ষতিপূরণ ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে ইত্যাদি । এছাড়াও মহিলাদের সশক্তিকরণের উদ্দেশ্যে পুলিশ প্রশাসনে নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে । ছিনতাইবাজদের কঠোর শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে কঠোর আইন প্রণয়নও করা হয়েছে, জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন সরকার আসার পর মহিলা সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে খুব কম সময়ের মধ্যেই অপরাধীদের গ্রেফতারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অপরাধীদের সাজার হারও ২৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৯ শতাংশে পৌঁছেছে । তাঁর দাবি, পুলিশ প্রশাসন আইন প্রয়োগে কঠোর মনোভাব নিয়ে কাজ করার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহিলারা হচ্ছেন সমাজের শক্তির আধার । রামায়ণ, মহাভারতের মতো প্রাচীন ধর্মগ্রন্থেও মহিলাদের শক্তির আধার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । তাই কোনও দেশ বা রাজ্যকে উন্নত করতে হলে মহিলাদের সুরক্ষিত রাখা একান্ত প্রয়োজন । তাঁর দাবি, রাজ্যে মহিলা নির্যাতনের হার কমে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে । রাজ্যের মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি মহিলা কমিশন, এনজিও সবাইকে মিলে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, পরামর্শ দেন তিনি ।

অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অখিল কুমার শুক্লা বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হল মহিলাদের সুরক্ষা প্রদান করা । এতে দেখা গেছে গত দেড় বছরে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ অনেক কমেছে । তিনি বলেন, মহিলাদের যদি সমাজে সম্মান না থাকে তা-হলে সমাজেরও কখনও উন্নতি হতে পারে না । কারণ কোনও পরিবারের শিশুদের প্রথম শিক্ষা ও সংস্কার তৈরি হয় তাদের মায়ের কাছ থেকে ।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী বলেন, রাজ্যের নির্যাতিত মহিলারা যাতে সহজেই আইনি সহযোগিতা পেতে পারেন সে বিষয়ে রাজ্য মহিলা কমিশন কাজ করছে । রাজ্যে মহিলা নির্যাতনের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে মহিলা কমিশন সব সময়ই পুলিশ প্রশাসনকে সহযোগিতা করে যাবে । এছাড়া বক্তব্য পেশ করেন পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং, পুনীত রস্তোগি (আইজি, ক্রাইম অ্যান্ড ট্রেনিং) এবং রাজ্য সরকারের আইনসচিব গৌতম দেবনাথ । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর এম লীলাবতী ।

শরণার্থীদের

● প্রথম পাতার পর

অনাহারে দিন কাটান অবালবৃদ্ধবনিতা। সেই থেকে শুরু হয়েছে শরণার্থীদের দুঃখ দুর্দশা। প্রশাসনের কাছে বিনামূল্যে রেশন ও নগদ টাকার দাবী জানিয়েছে রিয়াং শরণার্থীরা। কিন্তু, প্রশাসনের তরফ থেকে কোন ধরনের ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে দশদা- আনন্দবাজার সড়ক অবরোধ আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন চলাকালীন শিশু, মহিলা সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে অনাহারে। জীতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেন, খাদ্যের সংকট চলতে থাকায় অনাহারে মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছে। মাতৃদুগ্ধ না পেয়ে চার মাসের একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে রবিবার।

জীতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেছেন, আরও কয়েকজনের অবস্থা সংকটজনক। অবিলম্বে প্রশাসনের তরফ থেকে যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তাহলে মৃত্যুর মিছিল জারি থাকবে। অবিলম্বে প্রশাসনের তরফ থেকে রিয়াং শরণার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য সরবরাহ করার দাবী জানানো হচ্ছে। সেই সাথে শরণার্থীদের পূণর্বাসনের বিষয়েও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জীতেন্দ্র চৌধুরী।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

অবস্থায় থাকতো। আর এই অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে হয়তো মৃত্যু হয়েছে তাঁর।এইদিকে কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

কল্যাণপুর থানার এক এসআই জানান প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে জ্যোতিন্ময় গোস্বামীর মৃত্যু হয়েছে।সাত সকালে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে কল্যাণপুরের মুণ্ডাবাস্তি সংলগ্ন এলাকায়। প্রশ্ন উঠছে জ্যোতিন্ময় গোস্বামীর মৃত্যু আদৌ অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে হয়েছে, নাকি তাকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে। যদিও পুলিশের সঠিক তদন্তে তা বেরিয়ে আসবে। আপাতত পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। ক্রমশ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন জনগণ। বেকারদের কর্ম সংস্থানের কোন নামগন্ধ নেই বলে সাংসদ রোনাল্ড অভিযোগ করেছেন।

তিনি বলেন, লক্ষ লক্ষ কর্মী প্রতিদিন কর্মচ্যুত হচ্ছেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দিনের পর দিন অসহনীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে দেশে। বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার ক্ষেত্রে কংগ্রেস অন্যান্য বিরোধী দলগুলির প্রতিও আহ্বান জানাচ্ছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এদিন, সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক, লক্ষ্মী নাগ সহ অন্যান্য প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

পুরোহিত

● প্রথম পাতার পর

পুজোর কাজে ব্যস্ত ছিল ঠিক এ সময়েই পুরোহিত তাকে শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। অভিযুক্তকে আটক করে সোমবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। শিশুর পরিবার সহ এলাকাবাসী তার কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এনিয়ে গোটা গোপিনগর এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

গৃহস্বামী

● প্রথম পাতার পর

অভিযান জারি রেখেছে। যৌথ ভাবে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানান মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়। তবে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার সঠিক কারন নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে।

সচিবের

● প্রথম পাতার পর

এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়। সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রক যাতে তাদের বাজেট বরাদ্দের ১০ শতাংশ অর্থ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য ব্যয় করে তা সুনিশ্চিত করতে উভয়ের মধ্যে বিশদ আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের সড়ক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সেই লক্ষ্যে সড়ক উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে তার অর্থ বরাদ্দের জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য ডোনার মন্ত্রকের সচিবকে উদ্যোগ নিতে বলেন। আলোচনায় রাজ্যের সীমান্ত এলাকার রাস্তার কাজ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

গুরুতর ছয়

● প্রথম পাতার পর

গাড়িটি। এই ঘটনায় সাময়িক সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যহত হয় জাতীয় সড়কে। ঘটনা স্থলে যায় পুলিশ। গাড়ি দুটিকে নিজেদের হেপাজতে নেয়।

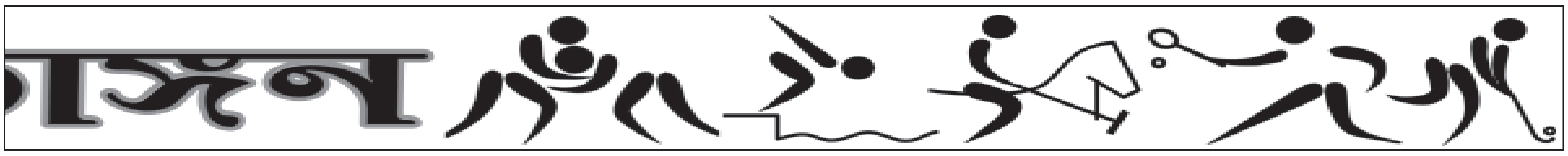

আইপিএলকে আরও জনপ্রিয় করতে ম্যাচ চলাকালীন বদলানো যাবে ক্রিকেটার, প্রস্তাব

মুম্বই, ৪ নভেম্বর(হি.স.) : এবার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ আইপিএলে যুগান্তকারী পদক্ষেপ করার পথে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। আইপিএলকে আরও চমকপ্রদ করে তুলতে ঠিক ফুটবলের মতোই ম্যাচ চলাকালীনই বদলে ফেলা যাবে ক্রিকেটারকে। পরিবর্ত হিসেবে যিনি মাঠে আসবেন তাঁকে বলা হবে 'পাওয়ার প্লেয়ার'। ইতিমধ্যেই এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিসিসিআইয়ের অন্দরে। প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবে স্বীকৃতিও দিয়েছে বোর্ড। এবার আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হবে। বিসিসিআইয়ের ধারণা, এই নতুন নিয়ম চালু হলে আমূল বদলে যাবে টি-২০ ক্রিকেট।
ম্যাচ চলাকালীন যে কোনও সময় প্রথম একাদশের ক্রিকেটারদের রিজার্ভ বেঞ্চের ক্রিকেটারদের দিয়ে বদলে ফেলা যাবে। কোনও দলকেই নির্দিষ্ট প্রথম একাদশ ঘোষণা করতে হবে না। প্রথম ১৫ জন ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করলেই হবে। যখন প্রয়োজন পড়বে, ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কোনও ক্রিকেটারকে নামিয়ে দেওয়া যাবে। ওভার শেষে বা উইকেট পড়লেই বদলানো যাবে ক্রিকেটার।
উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের জুলাই মাসে আইসিসি 'সুপার সাব' নিয়ম চালু করেছিল। সেই নিয়ম অনুযায়ী, যে কোনও একজন ক্রিকেটারকে 'সুপার সাব' ক্রিকেটার দিয়ে বদলে দেওয়া যেত। অর্থাৎ, কোনও টিম প্রথমে ব্যাট করলে একজন অতিরিক্ত ব্যাটসম্যান খেলাতে পারত। বল করার সময়, ওই ব্যাটসম্যানটিকে অতিরিক্ত বোলার দিয়ে বদলে দেওয়া যেত। তেমন ভাবেই, আগে বল করলে একজন অতিরিক্ত বোলার খেলানো যেত এবং ব্যাটসম্যানকে ব্যবহার করা যেত সুপার সাব হিসেবে। পরে আইসিসি সেই নিয়ম বাতিল করে। যদিও এই নিয়ম চালু হবে কিনা তা এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে, প্রাথমিকভাবে এই প্রস্তাবে সম্মতি মিলেছে।

PRESS NOTICE INVITING QUATATION NO:-15/agri/ee/(w)/2019-20

On behalf of the 'Governor of Tripura; sealed separate quotations are invited from genuine owners of Vehicle having Commercial permit for hiring of " Maruti omni van" for use of the Assistant Engineer(Civil) Teliamura, Department of Agriculture & Farmer's Welfare, Agartala, Tripura.

Sl.No.	Description of Work	Quantity	Quatation dropping for centre	Last Date & time receipt of Application issue of quotation	Date & time Date For dropping Of quotation	Date & Time & Opening Of quotation
1	2	3	4	5	6	7
1	Hiring of 01(one) No. "Maruti omni van/ Ecco" for use of the Assistant Engineer (Civil) Teliamura Agri Engineering Sub Divission, Department of Agriculture & Farmers welfare, Telimura, for a period of 1(one) year. DNIT No.-21/Agri/EE/ W/2019 20	01 (one) No.	0/0 the Executive Engineer(West) Department of Agriculture & Farmers welfare, Agartala	Up to 04:00 P.M. on 12/11/2019	Up to 03:00 P.M. on 15/11/2019	04:00 P.M. on 15/11/2019 If possible. 01 (one) No.

Tender documents are available for inspection in the O/O the Executive Engineer (West) Department of Agriculture & Farmer's welfare, Agartala, West Tripura.

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
(Ajay Jamatia) :
Executive Engineer(West) Department of Agriculture & Farmers welfare
Tripura, Agartala

ICA-C/1520/19

প্যারিস মাস্টার্স খেতাব জয় করলেন নোভাক জকোভিচ

প্যারিস, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : প্রত্যাশা মতোই প্যারিস মাস্টার্স খেতাব জয় করলেন নোভাক জকোভিচ। রজার ফেডেরার আগেই টুর্নামেন্ট থেকে নাম তুলে নিয়েছিলেন। চোটের কারণে টুর্নামেন্টের মাঝ পথেই রাফায়েল নাদাল কোর্ট ছেড়েছেন। এই অবস্থায় বিগ থ্রি'র বাকি একজনই ছিলেন প্যারিস মাস্টার্স জয়ের প্রধান দাবিদার। ফেভারিট হিসাবে কোর্টে নেমে নোভাক জকোভিচ জিতে নিলেন প্যারিস মাস্টার্সের খেতাব।
এই নিয়ে মোট পাঁচবার প্যারিসের ঐতিহ্যশালী এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলেন জোকার। সব মিলিয়ে কেরিয়ারের ৩৪ তম মাস্টার্স ট্রফি ঘরে তোলেন সার্বিয়ান তারকা। এই নিরিখে তিনি রাফায়েল নাদালের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করলেন। নাদালের দখলে রয়েছে সর্বাধিক ৩৫টি মাস্টার্স জয়ের রেকর্ড। রাফার থেকে মাত্রা এক কদম দূরে দাঁড়িয়ে জকোভিচ।
প্যারিসের ফাইনালে বিশ্বের ২৮ নম্বর ডেনিশ শাপোভালোভকে ৬-৩, ৬-৪ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেন জকোভিচ। কানাডিয়ান তরুণ এই প্রথম কোনও মাস্টার্স টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলেন। হারলেও বিশ্বব্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিতে চলেছেন শাপোভালোভ। ১৫ নম্বরে উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে ডেনিসের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে দাপুটে জয় মিতালিদের

অ্যান্টিগা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে দাপুটে জয় তুলে সমতায় ফিরল ভারতের মেয়েরা। সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচে শেষ বলে হারতে হয়েছিল ভারতকে। দ্বিতীয় ম্যাচে দাপুটে জয় তুলে নিয়ে সিরিজে সমতায় ফিরল ভারতের মেয়েরা।
স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে আইসিসি ওমেনস চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত চলতি একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে ১ রানের সংক্ষিপ্ত ব্যবধানে হেরেছিল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। একই মাঠে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ক্যারিবিয়ানদের ৫৩ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দেন মিতালিরা। অ্যান্টিগায় টস জিতে মিতালি প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ১৯১ রান তোলে। পালটা ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪৭.২ ওভারে ১৩৮ রানে অল-আউট হয়ে যায়। ভারতীয় ইনিংসের শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি। ওপেনার জেমিমা রডরিগেজ শূন্য রানে আউট হন। অপর ওপেনার প্রিয়া পুনিয়া ৫ রান করে সাজঘরে ফেরেন। অর্থাৎ দুই ওপেনার সাজঘরে ফেরেন দলগত ১৭ রানে। ক্যাপ্টেন মিতালির সঙ্গে জুটি বেঁধে পুণম রাউত বিপর্যয় রোধ করেন। মিতালি ৪০ ও পুণম ৭৭ রান করে আউট হন। হরমনপ্রীত কউর ৪৬ রানের আগ্রাসী ইনিংস খেলেন। দীপ্তি শর্মা আউট হন ৫ রান করে। তানিয়া ভাটিয়া ৯ ও ঝুলন গোস্বামী ১ রানে অপরাজিত থাকেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বাধিক ৩৯ রান করেন উইকেটকিপার ক্যাম্পবেলে। ২০ রান করে আউট হন ক্যাপ্টেন স্টেফানি টেলর। ম্যাকলিন করেন ১৫ রান।

(PH & FAX-(0381)-2325988, email id: eerd.agartala-tr@gov.in)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-27/EE/RDAD/2019-20 Dt.31/10/2019

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 on single bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 20/11/2019 for the following work: 1. "Construction of Internal covered & open drain, RCC approach road and providing double layer Brick Soling on the parking area at Fish Transhipment plant/yard at Nagicherra". ECV: Rs. 81,10,270.00 2. "Construction of Sahid Kshudiram Vidyabhaban High school at Dukli R D Block under R D Agartala Division, West Tripura", ECV: Rs. 66,16,949.00.
For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988/ 9436137369. Any subsequent corrigendum/ Memorandum will be available in the website only.

Blo
ICA-C/15 24/19

Executive Engineer RD Agartala
Division Gurkhabasti, Agartala

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 5 November, 2019, Tuesday আগরতলা, ৫ নভেম্বর, ২০১৯ ইং. ■ ১৮ কার্ত্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

আইএলএস পরিচালন আধিকারীকের ও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা ঠুঁকলেন বাদল জায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর ।। আইএলএস হাসপাতালে পরিচালন আধিকারীক ডাঃ অর্চনা জৈন এবং ডাঃ তমজিৎ নাথের বিরুদ্ধে মুখ্য বিচারবিভাগীয় মেজিস্ট্রেটের কাছে মামলা দায়ের করেছেন প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরীর স্ত্রী নমিতা গোপ। তাঁকে মারধোর ও প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্য বিচার বিভাগীয় মেজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানিয়েছে তিনি। ডাঃ অর্চনা জৈন এবং ডাঃ তমজিৎ নাথের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৩২৩ ও ৫০৬ ধারায় মামলা দায়ের করেছেন নমিতা গোপ।

এদিন তিনি আদালতে তাঁর অভিযোগের সপক্ষে বাদল চৌধুরীর আইএলএস হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট জমা দিয়েছেন। তাছাড়া তাপস দত্ত, বিধায়ক সুধন দাস এবং রিপু সাহাকে সাক্ষির তালিকায় রেখেছেন।

প্রসঙ্গত, গত ৩০ অক্টোবর বাদল চৌধুরীকে আইএলএস হাসপাতাল থেকে পশ্চিম আগরতলা থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় নমিতা গোপের সাথে হাসতাপাল কর্তৃপক্ষ বাজে আচরণ করেছেন বলে তিনি অভিযোগ এনেছেন। তাঁর দাবি, তাকে শারীরিক ভাবে হেনস্থা করা হয়েছে এবং প্রাণ নাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

ধৃত তিন নাইজেরিয়ানকে আদালতে সোপর্দ করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৪ নভেম্বর।। রাজ্য পেরিয়ে পার্শবর্তী রাজ্যে প্রবেশের পথে পুলিশের হাতে আটক ৩ জন নাইজেরিয়ান নাগরিক। সোমবার তাদের আদালতে সোপর্দ করা হলে জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

জানা গেছে, অসমের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন চোরাইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোষ্টের রুটিন তল্লাশিতে রবিবার রাতে অসম ত্রিপুরা সীমান্তে ধরা পড়ল ৩ জন নাইজেরিয়ান নাগরিক।ধৃতদের মধ্যে দুজন পুরুষ ও একজন মহিলা রয়েছেন।তাদের আটক করে টানা জিঙ্গাসাবাদ করছে অসম পুলিশ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,রবিবার রাতে আগরতলা থেকে গুয়াহাটি অভিমুখে যাত্রা করা ঞ্ছ০১ঞ্জ্ঝ/০২৫৯ নম্বরের শেরাওয়ালি নৈশ বাসে অসমের চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের পুলিশ রুটিন তল্লাশি করলে তিন সন্দেহভাজন যাত্রী ধরা পড়ে।পরে তাদের পরিচয় সম্পর্কে জানতে গেলে ওরা জানায় যে তারা নাইজেরিয়ার নাগরিক।ধৃত ৩ জন নাইজেরিয়ান নাগরিক হলো ইগানিয়াস ওয়াকার সহ ইগানিয়াস ডোপিস ও মেনিমার্চ চিনরোস নামের এক মহিলা।তাদের হাতে সে দেশের নাগরিকত্ব জনিত প্রমাণপত্র থাকলেও অন্য কোনও কাগজ পত্র পাওয়া যায়নি।শুধু বাংলাদেশে প্রবেশের বৈধ প্রমাণপত্র থাকলেও ভারতে প্রবেশের কোনো বৈধ কাগজপত্র তাদের কাছে নেই।এমনকি তারা তিন জনই নিজেদেরকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ফুটবলার রুপে পরিচয় দিলেও তাদের কাছে কোনও ভিসা সহ পাসপোর্ট ও ফুটবল খেলার প্লেয়ার সংক্রান্ত কোনও বৈধ কাগজ পত্র পাওয়া যায়নি।পুলিশের জেরায় তারা আরও জানায় যে গত কয়দিন আগে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিলো।গতকাল তারা বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে আরতলা হয়ে ভারতে প্রবেশে করে আজ আগরতলা থেকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সোমবার ব্যাংককে তৃতীয় আরসিইপি সামিটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- পিআইবি।

ডম্বুর জলাশয়কে অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে : মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার । তাই পর্যটনের বিকাশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করার লক্ষ্যে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে রাজ্য পর্যটন দফতর ।এতে আগামী দিনে নারকেলকুঞ্জে আগত পর্যটকরা রাত্রি যাপন করতে পারবেন । গোমতি জেলা পর্যটন কেন্দ্র নারকেলকুঞ্জে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় ও পর্যালোচনাসভায় এ-কথাগুলি বলেন পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় ।

কর্মসূচির শুরুতে তিনি বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে নারকেলকুঞ্জে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ঘুরে দেখেন এবং যেখানে যেখানে ঘাটতি রয়েছে সেগুলি ঠিক করে নিতে বলেন ।এর পর বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের ও নৌ-চালকদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন । সেখানে তিনি কৃষি তত্ত্বাবধায়ককে নারকেলকুঞ্জের সৌন্দর্যের জন্য আরও বেশি করে নারকেলের চারা লাগানোর নির্দেশ দেন ।সভায় পর্যটন কেন্দ্রটির রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

পর্যটনমন্ত্রী জানান, নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকার নৌকা ক্রয়ে আগ্রহীদের ঋণের ব্যবস্থা করবে ।এছাড়া নারকেলকুঞ্জে পানীয়জল, পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ, বিদ্যুৎ, টয়লেট ইত্যাদির ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দেন তিনি । পর্যটনমন্ত্রীর কথায়, জনজাতিদের সুস্বাদু খাবার ও কুটিরশিল্পের সামগ্রীর দোকান দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের দফতর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ব্যবস্থা করে দেবে । পর্যটন কেন্দ্রটিতে রাতে যাতে আলোর ব্যবস্থা থাকে তার জন্য সোলার লাইটের ব্যবস্থাও করা হবে ।

এছাড়া বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণকাজ শেষ হয়ে গেলে নারকেলকুঞ্জে বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের বাগান করার জন্যও তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে উদ্যোগ নিতে বলেন ।

তিনি বলেন, ডম্বুর জলাশয়কে ত্রিপুরার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং এখানকার জনজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যতনবাড়ি থেকে রাইস্যাবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার ।

তিনি ট্যুরিজ গাইডের জন্য এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের নাম প্রস্তাব করার জন্য সোসাইটির কাছে আবেদন রাখেন । তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে পর্যটন দফতর । তিনি বলেন, পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কয়েকটি ওয়াটার স্কুটারও আনা হবে ।কোনও পর্যটক যেন ডম্বুর জলাশয়ে বেড়াতে এসে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে না যান, সেদিকে নজর রাখতে তিনি আবেদন রাখেন ।

এছাড়া মন্দিরঘাট থেকে নারকেলকুঞ্জ ও গণ্ডাছড়া থেকে নারিকেলকুঞ্জ নৌকা ভাড়ার নির্দিষ্ট তালিকা তৈরি করার জন্য তিনি করবুক ও গণ্ডাছড়ার দুই মহকুমাশাসককে নির্দেশ দেন। নারকেলকুঞ্জে মোবাইল নেটওয়ার্কের সমস্যা সমাধানের জন্য পর্যটন দফতরের আধিকারিকদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন তিনি ।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বুর্বামোহন ত্রিপুরা, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, এমডিসি প্রতিরাম ত্রিপুরা, করবুক ও গণ্ডাছড়ার মহকুমাশাসকগণ, করবুক ও রইস্যাবাড়ি ব্লকের বিডিওগণ, পর্যটন দফতরের উপঅধিকর্তা আশিস দত্ত, সহ-অধিকর্তা মৃণাল দাস, পূর্ত, কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, অমরপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক-সহ নারকেলকুঞ্জ সোসাইটির সদস্যগণ ।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘের গণধর্ণা কৈলাসহরেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘের উদ্যোগে ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক এক দিবসীয় গণ ধর্না পালিত হয় ঊনকোটি জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে। রাজ্যস্তরে ৪ দফা এবং সর্বভারতীয় স্তরে ৮ দফা মোট ১৭ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এই ধর্নায় শামিল হয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।

এক দিবসীয় এই ধর্না কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সহ-সভানেত্রী আলপনা দেবনাথ, রাজ্য কমিটির সদস্য সুস্মিতা সিনহ্া, জেলা নে⁀তৃত্ব অনামিকা দাম, অঞ্জলি দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। জেলা নেতৃত্ব দের পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসক রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করে তাদের দাবি সনদ পেশ করেন। রাজ্যস্তরের তাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের রাজ্য সরকারি কর্মচারীর আওতাভুক্ত করা রাজ্য সরকারের পক্ষে অর্থ এবং বন্ধ হওয়া দিয়ে অতিসত্ত্বর দেওয়া অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের আয়ুষ্মান ভারত এর সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোর উন্নতি করা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের বিএফ ওপেন সরাসরি কর্মী ও সহায়িকাদের চাকরির সময়সীমা শারীরিক সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ করা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোতে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন ছুটির পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন উৎসব ছুটির সিদ্ধান্ত নেওয়া ৩৬ বছর বয়সে ছোট শিশুদের কথা চিন্তা করে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলার সময় সাতটা থেকে পরিবর্তন করে সকাল আটটা করা।

চুরি যাওয়া স্কুটি উদ্ধার করে মালিককে ফেরত দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরে যখন একের পর এক চুরির ঘটনায় সাধারন মানুষ নাজে হাল, ঠিক তখন চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সাধারন মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিল পশ্চিম আগরতলা থানা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রাজধানীর গণরাজ চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা অর্ঘ্যদ্বীপ বিশ্বাসের স্কুটি টি কিছুদিন পূর্বে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র থেকে চুরি হয়ে যায়। এই নিয়ে তিনি পশ্চিম আগরতলা থানায় একটি মামলা রুজু করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ চুরি যাওয়া স্কুটিটি উদ্ধার করার জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ নজরদারি চালায়।এরই মধ্যে রবিবার রাতে পুলিশের নিকট গোপন সংবাদ আসে স্কুটিটি প্রগতি রোড এলাকায় দেখা গিয়েছে। সেই মোতাবেক পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় ওতপেতে বসে। অবশেষে সাফল্যও পায় পুলিশ। প্রগতি রোড এলাকার কেন্টনমেন্ট এলাকায় স্কুটিটি রেখে পালিয়ে যায় চোরের দল। পরে পুলিশ স্কুটিটিকে উদ্ধার করে অর্ঘ্যদ্বীপ বিশ্বাসের হাতে তুলে দেয়। তবে সাফল্যের মাঝেও পুলিশের ব্যর্থতা থেকে যায়।চুরি যাওয়া স্কুটি উদ্ধার হলেও পুলিশ চোরকে আটক করতে ব্যর্থ হয়। এইদিকে নিজের চুরি যাওয়া স্কুটি ফিরে পেয়ে যথেষ্ট খুশি স্কুটির মালিক অর্ঘ্যদ্বীপ বিশ্বাস।

কাশ্মীর থেকে ফিরে এলেন পশ্চিমবঙ্গের ১৩৩ জন শ্রমিক কলকাতা স্টেশনে তাঁদের স্বাগত জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স): সোমবার বিকেলে জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে করে কলকাতা স্টেশনে এসে নামলেন কাশ্মীরে কাজে যাওয়া ১৩৩জন পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক। সোমবার তাঁদের স্বাগত জানাতে রাজ্য সরকারের পক্ষে কলকাতা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বৃহস্পতিবার অনেক রাত পর্যন্ত কাশ্মীরে ফোনে যোগাযোগ চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের কলকাতা ফেরানোর ব্যবস্থা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে শ্রমিকদের দ্রুত ঘরে ফেরানো হল, তাঁদের মধ্যে শুধু মাত্র মুর্শিদাবাদের লোক নেই। আছেন কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দারাও।

এদিন, কলকাতা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শ্রমিকদের সঙ্গে পথ চলতে চলতেই ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কাশ্মীর বাঙালিদের হত্যার পর চিন্তায় ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তিনি বাঙালি শ্রমিকদের রাজ্যে ফেরার ব্যবস্থা করলেন। দেশকে ভাগ করার চক্রান্ত করছে বিজেপি সরকার।' আজ বিভিন্ন জেলায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। রয়েছে বিশেষ বাস। ওই শ্রমিকদের পাশাপাশিই রয়েছেন অসমের ৫জন শ্রমিকও। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তাঁদের জন্য কলকাতা স্টেশনের বাইরে পাঁচটি বাসও রাখা হয়। বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা জেলা থেকে আসা শ্রমিকদের জন্য আলাদা করে বাস রাখা হয়। তাঁদের খাবার দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয় সরকারের পক্ষ থেকে।

উত্তর দিনাজপুরের এক শ্রমিক বলেন, 'ওখানে থাকতে ভয় করছিল, কখন কেটে ফেলে ওরা'।

এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যের মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'পাঁচ জন মারা যাওয়ার জন্য ওঁরাও আতঙ্কে ছিলেন। এখন আমরা ওদের ফিরিয়ে এনেছি। তাঁদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থাও করেছি। ওদের জন্য বাসের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এখন ওঁদের মা বাবারা স্বস্তিতে থাকবেন যে ছেলেরা ঘরে ফিরে এসেছে। ৩৭০কে বিলুপ্ত করে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করেছে বিজেপি সরকার। কাশ্মীরে যেতেই ভয় পাচ্ছে সকলে। এখন কেন ৫২ ইঞ্চি ছাতি চুপসে গেছে ?'

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে পাঁচজন পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে জঙ্গিরা। আপেল বাগানে এরা শ্রমিকের কাজ করতেন। কুলগামের কাতরাসু গ্রামে যে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন মুর্শিদাবাদের এই শ্রমিকরা সেখানে হানা দেয় সশস্ত্র জঙ্গিরা। এরপর তাদের বাড়ি থেকে বের করে জঙ্গির দল। প্রায় ২০০ মিটার দূরে গিয়ে শ্রমিকদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় জঙ্গিরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচ জনের। বৃহস্পতিবার কফিনবন্দি করে শ্রমিকদের দেহ আনা হয় মুর্শিদাবাদে । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নিহতদের কফিনবন্দি দেহ নিয়ে যান ফিরহাদ হাকিম । নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । রাজ্যের তরফে নিহতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয় ।

প্লাস্টিক মুক্ত রাজ্য গড়তে সচেতনতা কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর ।। রাজ্য কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্যকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে বিভিন্ন প্লে কার্ড হাতে নিয়ে সচেতনতামূলক অবস্থান করেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রাজ্যকে যে কোন উপায়ে প্লাস্টিক মুক্ত করতে হবে বলে জানালেন কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কান্তিলাল দেব। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৪ঠা নভেম্বর থেকে অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্যব্যাপী তিন হাজার দুইশত মেম্বারকে আমরা আহ্বান করছি যাতে ক্রেতা বা গ্রাহকদের কোন প্লাস্টিক প্রদান করা না হয়।

শনিছড়ায় সেতু বিকল হয়ে অসম ত্রিপুরা জাতীয় সড়কে ভারী যান চলাচল বন্ধ, দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। দস্তুর মত মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে অসম ত্রিপুরার সংযোগ স্থাপনকারি আট নং জাতীয় সড়কটি।উক্তেন রুটের স্থানে স্থানে সড়কের করুণ দশা সহ বিভিন্ন ব্রিজের হাল বেহাল হয়ে যাত্রী দুর্ভোগ বাড়িয়ে তোলছে।গত কয়দিন ধরে নানা ঝুকি এ সড়ক পথে যান বাহন চলাচল করলেও গত দুদিন আগে একটি ওভারলোডেড টেইলার গাড়ি ত্রিপুরার প্রবেশদ্বার সংলগ্ন শনিছড়ার ব্রিটিশ আমলের তৈরী লোহার ব্রিজের সামনে ফেঁসে যাওয়াতে বর্তমানে গত দুদিন ধরে উক্ত রুটে ভারি যান বাহন চলাচল সম্পূর্ণ রুপে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।জানা গেছে স্থানীয় ব্রিজটির বহন ক্ষমতা মাত্র পনেরো টনের হলেও এতে দীর্ঘদিন ধরে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টন ওজনের যান বাহন পারাপার করছিল।এসবের ধকল সইতেন না পেরে ব্রিজটির আজ বেহাল দশা দেখা দিয়েছে।পরিবহন বিভাগ সহ প্রশাসনকে ম্যানেজ করে দীর্ঘদিন ধরে এ রুটে ভারি যান বাহন

ছয়ের পাতায় দেখুন

আমবাসায় টমটম চালকদে হুমকি ধমকি অটো চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। দাদাগিরি করছে অটো চালকরা। টমটম চলাচল করতে পারবে না আমবাসাতে। চলাচল করলে দিতে হবে খেসারত। এমনকি টমটম ভাঙচুর করারও হুমকি দিয়ে যায় অটো চালকরা।

এমনই অভিযোগ করলেন আমবাসার টমটম চালকরা। বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই সমগ্র রাজ্যে টমটম ও অটো চালকদের মধ্যে বাকযুদ্ধ চলছে। আমবাসাতেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। রাজ্য পরিবহন দপ্তর তাদের বৈধতা দিলেও মানতে নারাজ অটো চালকরা। সোমবার আমবাসার কমলপুর চৌমুনীতে বেশ কয়েকজন অটোচালক টমটম চালকদের টমটম না চালাতে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এমনকি টমটম ভেঙ্গে ফেলার পাশাপাশি অটো স্টান্ডে টমটম আটকে রাখার হুমকি দেওয়া হয়। এই বিষয়ে দুইজন টমটম চালক জানায় তাদের রেজিস্ট্রেশন থাকলেও অটো চালকরা তাদের যাত্রী তুলতে বাধা দিচ্ছে।

ঝাড়গ্রামে হাতির হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি চাষের, চিন্তায় চাষীরা

ঝাড়গ্রাম, ৪ নভেম্বর (হি: স.) : দিনের পর দিন হাতির হামলা বেড়ে চলেছে ঝাড়গ্রাম জেলায়। প্রায় দিনেই হাতির তান্ডবে প্রাণ হারাচ্ছেন সাধারন মানুষজনেরা। পাশাপাশি ধান সহ অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করছে দাঁতালের দল। যার ফলে মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের। কিভাবে পাকা ধান ঘরে তুলবে তা নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছে ধান চাষীরা। উল্লেখ্য সাম্প্রতি খড়্গাপুর, মেদিনীপুর এবং ঝাড়্গাম বন বিভাগের জঙ্গল লাগুয়া গ্রাম গুলিতে রোজ দিনেই হাতি তান্ডব চালাচ্ছে। এক কথায় হাতির হামলায় অতিষ্ঠ গ্রামবাসীরা। রবিবার বিকেলে হাতির ছবি তুলতে গিয়ে হাতি হানায় আশীষ শীট নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এদিন তাঁর মৃতদেহ ঝাড়্গাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হয়। তারপর তার দেহ তুলে দেওয়া হয় তারপরিবারের হাতে। তবে বনদফতরের বক্তব্য হাতিকে বিরক্ত করার কারনেই হাতির হামলায় মৃত্যুর ঘটনা বেড়ে চলেছে। মানুষজনকে বারে বারে সচেতন করার পরেও হাতিকে বিরক্ত করছেন মানুষজনেরা। বন দফতর সুত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তীর গিধনীর আমতলিয়া এলাকায় ২৫ টি হাতি রয়েছে। এছাড়াও নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, নেদাবহড়া অঞ্চল, লোধাশুলি এলাকায় বেশ কিছু হাতি রয়েছে বলে স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে। বনদফতর জানিয়েছে সন্ধ্যার পর জঙ্গল এলাকায় বিশেষ সতর্কতা অবিলম্বন করে যাতায়াত করতে হবে। জঙ্গলে হাতি রয়েছে এই খবর পাওয়ার জঙ্গলে যাওয়া যাবে না, সন্ধ্যার পর ঘরের থেকে বারেই বের হলে চারিদিকে খোঁজখবর নিয়ে বের হতে হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।